भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या
Class No. 182.MC

पुस्तक संख्या
Book No. 882.4

रा० पु०/ N. L. 38.

Rare

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

SUBJECTS OF EXAMINATION

IN THE

BENGALI LANGUAGE,

SP 1/33

APPOINTED BY THE

Senate of the Calcutta University,

FOR THE

ENTRANCE EXAMINATION OF 1884.

NATIONAL LIBRARY
Samp 4390
DATE 9/1/09
CALCUTTA

RARE BOOK

CALCUTTA:
THACKER SPINK & CO.
PUBLISHERS AND BOOKSELLERS TO THE UNIVERSITY OF CALCUTTA.
1882.

আদিশূর ও বল্লাল সেন।

182. MC 852.

ইতিহাস পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের প্রধান সাধন, ইতিহাস ভিন্ন অতীত কালের কোন সত্যই নিঃসন্দেহরূপে নিরূপিত হয় না। ইতিহাসের এতাদৃশ প্রয়োজন সত্বেও ভারতবর্ষের এক খানিও প্রকৃত ইতিবৃত্ত বিদ্যমান নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ সাহিত্য, গণিত, দর্শন, শিল্প প্রভৃতি শাস্ত্রানুশীলন করিয়া পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুরপনেয় অদৃষ্ট-দোষে ইহাঁদিগের বহুল পরিমাণে ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণয়নে অভিরুচি হয় নাই। রামায়ণে ইক্ষাকু-বংশীয় কতিপয় নৃপতির এবং মহাভারতে কুরু পাণ্ডবদিগের বিবরণ সুবিস্তাররূপে বর্ণিত আছে, পৌরাণিক গ্রন্থে ভারতীয় নৃপতিগণের বংশ-পরম্পরার নামোল্লেখ এবং তাঁহাদিগের প্রাদুর্ভাব কালের আনুসঙ্গিক ঘটনাগুলি বিবৃত আছে, এবং রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি দুই এক খানি গ্রন্থে দেশ বিশেষের বিবরণ লিখিত আছে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের সূত্রবদ্ধ ও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কোন গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ নাই, এবং বিপ্লবের পর বিপ্লবে ভারতের ইতিহাস-স্থানীয় অনেক বিষয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব পূর্ব্বতন সময়ের কোন বিষয় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে বহুল আয়াস ও আহরণ-ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। প্রকৃত ইতিহাস অভাবে কবি-কল্পিত কাব্য শাস্ত্র, লোক পরম্পরাগত কিম্বদন্তী, কুলজিগ্রন্থ, তাম্রশাসন ও প্রস্তর-খোদিত বর্ণনাদির আশ্রয় গ্রহণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। যদিও এই সকল উপকরণোপরি সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না, এবং কাব্য শাস্ত্র ও জন-প্রবাদ প্রভৃতি দ্বারা ঘটনা বিশেষ কাল ক্রমে বিকৃত অথবা অতিরঞ্জিত হইয়া যায়, তথাপি নিরপেক্ষ অনুসন্ধিৎসুগণ গবেষণা-বলে শাখা পল্লব

ছেদন করিয়া স্কন্ধ অনাবৃত করিতে পারেন। ফলতঃ হিন্দুদিগের গ্রন্থাদি অস্পষ্ট, অথবা অতিরঞ্জিত দোষে দূষিত হইলেও স্থূল বিষয়গুলি অনেক স্থলে যথার্থ বর্ণিত থাকে। আজ কাল ভারতের সৌভাগ্য বলে অনেকেই এবম্বিধ পুরাতত্ত্বানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিয়াছেন; ঈদৃশী গবেষণায় এবং ঈদৃশী চেষ্টায় ভারতের ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ক্রমেই পরিষ্কৃত হইতেছে।

আদিশূর ও বল্লাল সেন যে যে সময়ে গৌড় দেশের সিংহাসনাধিরোহণ করেন তত্তৎকালের কোন ইতিহাস বিদ্যমান নাই। ঘটক-কারিকায় এবং কুলজিগ্রন্থে এতদুভয়ের প্রাদুর্ভাব সময়ের কতিপয় প্রধান ঘটনা বর্ণিত আছে। বঙ্গ দেশে চিরাগত কিম্বদন্তীতে কতিপয় ঘটনা রক্ষিত হইয়াছে, এবং বঙ্গবাসিদিগের সমাজ-বন্ধনেও ইহাদিগের কার্য্য কারিতার কতিপয় জাজ্বল্যমান নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই সমস্তগুলিকেও ইতিহাস-স্থানীয় গণ্য করিতে হইবে। উপরোক্ত কুলজিগ্রন্থাদি হইতে কতিপয় প্রধান ঘটনার উল্লেখ করা এবং আদিশূর ও বল্লাল কোন জাতীয় ছিলেন বিনির্ণয় করা এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

অম্বষ্ঠ-কুলোদ্ভূত নৃপতি আদিশূর বঙ্গে বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিয়া স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গবিজয়ের কতিপয় বৎসরান্তে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও প্রাসাদোপরি গৃধ্রপাত প্রভৃতি দৈবোৎপাত ভাবী অমঙ্গলের চিহ্ন। প্রকটিত করিলে, মহারাজ আদিশূর দৈবকার্য্যদ্বারা তন্নিবারণে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন, এবং পুরস্থ ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "আপনারা বেদবিধি অনুসারে যজ্ঞের দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া রাজ্যের অমঙ্গল নিরাকরণের উদ্যোগ করুন"। বৌদ্ধ-বিপ্লবে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়া লোপ হইয়াছিল, সুতরাং কেহই রাজার ঈপ্সিত কার্য্যে ব্রতী হইতে পারিলেন না। আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া বেদজ্ঞ ও সাগ্নিক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নার্থ কাণ্যকুব্জাধীশ্বর বীরসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ বর্ম্ম, চর্ম্ম ও ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি সামরিক সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে রাজ-দ্বারে উপস্থিত হইলে দৌবারিকগণ আদিশূর সমীপে ঈদৃশ অসামান্য বীর-বেশধারী ব্রাহ্মণগণের আগমন বার্ত্তা নিবেদন করিল। রাজা ব্রাহ্মণগণের যুদ্ধবেশ এবং পাদুকা-সংশ্লিষ্ট-পদে তাম্বুল চর্ব্বণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণবিরুদ্ধ আচরণ

সম্বাদে হৃতশ্রদ্ধ হইয়া কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সমাদরে অগ্রসর হইলেন না। ব্রাহ্মণগণ নৃপতির ঈদৃশ অসৌজন্যে বিরক্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তনে কৃত নিশ্চয় হইলেন। কিন্তু তপোবল ও আত্ম-মহিমা প্রকাশার্থ শুষ্ক মল্লকাষ্ঠোপরি আশীর্ব্বাদ স্থাপন মাত্রে বিগত-জীবন শুষ্ক স্কন্ধ হইতে তৎক্ষণাৎ অঙ্কুর নির্গত হইল।* এই অলৌকিক ঘটনা দৌবারিকগণ কর্ত্তৃক রাজসমীপে নিবেদিত হইলে আদিশূর স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতা অবধারণ করতঃ স্বয়ং অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে স্তুতিবাদে সন্তোষিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে রাজভবনে আনয়ন করিয়া ঈপ্সিত কার্য্যান্তে বহুল পরিমাণে ধনরত্ন প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়া দিলেন। কাণ্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণের সহিত যে পঞ্চ

---

* বিক্রমপুরান্তর্গত মেঘনা নদীর পূর্ব্ব উপকূলে রামপাল নামক স্থানে প্রায় দুই মাইল দীর্ঘ এক প্রকাণ্ড সরোবরের খাত বিদ্যমান আছে। এই সরোবরের নাম রামপাল দীঘি এবং এই নদী হইতে স্থানের নাম রামপাল হইয়াছে।—সরোবরের অনতিদূরে পরিখাবেষ্টিত কতিপয় পুরাতন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের অধিবাসিগণ এই ভগ্ন অট্টালিকা বল্লালের রাজ-প্রসাদ বলিয়া পরিচয় দেয়। পরিখার স্থানে স্থানে নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বেষ্টিত ভূমি খণ্ডের বিস্তৃতি এবং বাহ্যায়বব দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে এই স্থান এক অতি প্রবল পরাক্রান্ত এবং ধনশালী রাজার রাজধানী ছিল। ভগ্ন প্রাসাদের পুরদ্বারে একটী প্রাচীন গজাড়ী বৃক্ষ বিদ্যমান আছে। সকলেই এই গজাড়ী বৃক্ষটীকে আদিশূরানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে জীবিত মল্লকাষ্ঠ বলিয়া নিদর্শন করে। এই একটী মাত্র বৃক্ষ ভিন্ন রামপালের চতুষ্পার্শ্বে আর কুত্রাপি গজাড়ী বৃক্ষ নাই। চতুষ্পার্শ্বের অজ্ঞ ব্যক্তিরা এই বৃক্ষকে দেবতাস্বরূপ সম্মান করে, অপুত্রবতী রমণীরা সন্তান লাভার্থ বৃক্ষমূলে পূজা মানসা করে। এই স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত একটী কূপ আছে, সাধারণের সংস্কার এই বল্লাল ইহাতে অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। রামপালের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত অনেকগুলি মূর্ত্তি মৃত্তিকার নিম্ন হইতে উত্তোলিত হইয়া ঢাকা নগরীতে রক্ষিত আছে। এবং ইহার চতুষ্পার্শ্বে ৪। ৫ মাইল লইয়া মৃত্তিকার নিম্নে স্থানে স্থানে পুরাতন ইষ্টক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানের বিবরণ রামপালের বিবরণ নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

ভৃত্য আগমন করিয়াছিলেন তাহারাও তাঁহাদিগের সহিত স্বদেশে গমন করিলেন। *

বঙ্গদেশ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহারা বঙ্গাদিদেশে তীর্থ যাত্রা বিনা গমন করাতে এবং অযাজ্য যাজন হেতু সমাজে বর্জ্জিত হইয়াছিলেন। জ্ঞাতিগণ তাঁহাদিগের পুনঃ সংস্কারের নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ঐ প্রকার সমাজে অপমানিত হইয়া পুনঃ সমাজে গৃহীত হইবার আশায় কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া স্বদেশে বাস করণ অপেক্ষা দেশ পরিত্যাগ শ্রেয়ঃ, এই বিবেচনায় শ্রীহর্ষ, ভট্ট নারায়ণ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদিগের সহিত মকরন্দ ঘোষ প্রভৃতি পঞ্চ ভৃত্য কাণ্যকুব্জ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশে গমন করিলেন। এই প্রকারে ব্রাহ্মণগণ পুনরাগত হইলে আদিশূর তাঁহাদিগের প্রত্যেককে যথোচিত সৎকার করিয়া রাঢ়দেশে এক এক খানি গ্রাম প্রদান পূর্ব্বক বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতী সমাজ হইতে দার পরিগ্রহ করিয়া আদিশূর দত্ত ভূসম্পত্তির অধীশ্বর হইয়া পরমসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। কালক্রমে পঞ্চ ব্রাহ্মণের কাণ্যকুব্জস্থিত পূর্ব্ব দারোৎপন্ন সন্ততিগণ পিতৃ উদ্দেশে আগমন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত সপত্ন্য ভ্রাতাদিগের নিরন্তর অসমাবেশ হইবে আশঙ্কায় আদিশূর তাহাদিগকে বারেন্দ্র ভূমিতে স্বতন্ত্র গ্রাম নির্দ্দেশ করিয়া সংস্থাপন করিলেন, এবং বৈমাত্র ভ্রাতাদিগের পরস্পর ঈর্ষা জনিত দ্বেষভাব হেতু দুই সম্পূর্ণ পৃথক সম্প্রদায়ে কাণ্যকুব্জাগত সমস্ত ব্রাহ্মণগণ বিভক্ত হইয়া গেলেন।

---

* কাহার মতে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণের আনয়নের কারণ স্বতন্ত্র প্রকার নির্ণীত আছে। ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত মত রাজপ্রাসাদোপরি গৃধ্রপাতরূপ অনিষ্ট শান্তি মানসে শাকুন যজ্ঞ করণার্থ কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনীত হইয়াছিল। কেহ কহেন যে আদিশূরের রাজমহিষী বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণকে স্বীয় ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ দেখিয়া কাণ্যকুব্জ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ফলতঃ দৈবোৎপাত শান্তিমানসেই হউক অথবা যে কোন কারণেই হউক পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে যজ্ঞার্থ এ দেশে আনীত হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে কাহারও মতান্তর নাই।

আদিশূর বঙ্গে পরম পণ্ডিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া বঙ্গের ভাবী উন্নতি তরুর বীজ বপনরূপ অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় পুত্র যামিনীভানু ও তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ও ক্রমে প্রতাপ রুদ্র ভূদত্ত প্রভৃতি কতিপয় নৃপতি বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন। তৎপর আদিশূর বংশীয় শেষ রাজা নিরপত্য হেতু স্বীয় দৌহিত্র বিজয়সেন নামান্তর ধীরসেনকে সিংহাসন প্রদান করেন। *

বিজয়সেনের পিতা পিতামহাদির নাম কুলজি গ্রন্থে উল্লেখ নাই। কতিপয় বৎসর গত হইল রাজসাহীতে যে প্রস্তর ফলকাঙ্কিত শ্লোক আবিষ্কৃত ও তাহার যে অর্থোদ্ধার হইয়াছে তদনুসারে বিজয়সেনের পিতা হেমন্তসেন ও তদীয় পিতা সামন্তসেন চন্দ্রবংশোৎপন্ন দাক্ষিণাত্যাধিপতি বীরসেনের বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। সামন্তসেন বৃদ্ধ বয়সে স্বীয় সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক গঙ্গাতটে আসিয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন গঙ্গার উভয় পার্শ্বস্থ দেশ পরাজয় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বাখরগঞ্জের তাম্র শাসনে সামন্তসেন, বিজয়সেন বল্লালসেন লক্ষ্মণসেন এবং মাধবসেন এই পাঁচ নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যদি বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোকোল্লিখিত বিজয়সেন একব্যক্তি অনুমান করা যায়, তবে সেন রাজাদিগের বংশাবলি নিম্নলিখিত পর্য্যায়ানুসারে গণনা করা যাইতে পারে।

---

* আইন আকবরি মতে আদিশূর-বংশীয় নৃপতিদিগের পশ্চাৎ ১০ জন পালবংশীয় নৃপতি গৌড় দেশ শাসন করিয়াছিলেন, তৎপর ধীরসেন ও বল্লাল সেন প্রভৃতি বঙ্গরাজ্যের অধীশ্বর হয়েন। অম্বষ্ঠসম্বাদিকা গ্রন্থে ও আদিশূর বংশীয় নৃপতিদিগের মধ্যে বৈদ্য জাতীয় পাল নামধেয় ১০ জন নৃপতির উল্লেখ আছে। ফলতঃ পালবংশীয়েরা বৈদ্যজাতীয় ছিলেন কিনা মীমাংসা হওয়া এক্ষণে সুকঠিন। পালবংশীয় কতিপয় নৃপতি সম্বন্ধে প্রস্তর ফলকে অঙ্কিত যে সকল শ্লোক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাঁহাদিগের জাতির কোন উল্লেখ নাই। উত্তর কালে আরও কোন চিহ্ন আবিষ্কৃত হইলে ইহার মীমাংসা হইবেক। আমরা এজন্য আদিশূর-বংশীয় নৃপতির পরই সেনবংশীয়দিগের উল্লেখ করিলাম এবং পালবংশীয় নৃপতিদিগের নামোল্লেখ এস্থানে করিলাম না। পরিশিষ্টে উক্ত বংশের তালিকা দেওয়া গেল।

আদৌ বীর সেন।
তদ্বংশে সামন্ত সেন
তৎপুত্র হেমন্ত সেন
" " বিজয়সেন নামান্তর ধীর সেন
অথবা বীর সেন
" " বল্লাল সেন
" " লক্ষ্মণ সেন
" " কেশব সেন

কুলজি গ্রন্থে এবং অন্যান্য ইতিহাসেও আদিশূর বংশীয়দিগের পরেই বিজয়সেনের নামোল্লেখ ও তাঁহার রাজ্যলাভের বিবরণ আছে। বীরসেন ও সামন্তসেন প্রভৃতির কোন উল্লেখ নাই, ইহাতে বোধ হয় যে আদিশূরের কয়েক পুরুষ পরেই হেমন্তসেন দাক্ষিণাত্য হইতে গঙ্গার নিকটবর্ত্তী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার পুত্রেরা পরাক্রান্ত হইয়া রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে বদ্ধমূল হইতে লাগিলেন। এদিগে আদিশূরবংশীয় নৃপতিগণ বিক্রমপুরে ক্রমেই হীনপ্রভ হইয়াছিলেন, এবং এই বংশের শেষরাজা জয়ধর, হেমন্তসেন বংশীয়দিগের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন জন্য বিজয়সেনকে কন্যা প্রদান করেন, তিনি ক্রমে সমস্ত বঙ্গের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু বল্লালের পিতা ধীরসেন, নামান্তর বিজয়সেন এবং বীরসেন বংশে বিজয়সেন যে একব্যক্তি ছিলেন, ইহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ধীর বা বিজয়সেন যে বল্লালের পিতা, ইহা কুলজি গ্রন্থ এবং বাখরগঞ্জ তাম্রশাসন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে।

ধীরসেন বঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় দেশ যুদ্ধ দ্বারা পরাজয় করিলেন। এই সময়ে দিল্লীর সিংহাসনে বৈরাগী বংশীয় রাজাদিগের শেষ রাজা, মহা-প্রেম সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বনে গমন করিলে দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইল। আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণ দিল্লীর সিংহাসন শূন্য হইয়াছে অবগত হইয়া তদ্দেশ বিজয় মানসে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধীরসেন ত্বরিতযাত্রায় সেনা সমভিব্যাহারে দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। পাত্র মিত্রগণ তাহাকে কোন মতেই নিবারণ করিতে

পারিল না। সুতরাং বিনা যুদ্ধেই দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন বিজয় করিয়াছেন, এই সংবাদে অন্যান্য নৃপতিগণও যুদ্ধোদ্যমে বিরত হইলেন। ধীরসেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার হেতু বিজয়সেন নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

বিজয়সেন জ্যেষ্ঠ পুত্র শুকসেনকে বঙ্গদেশের শাসনকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে অধিষ্ঠিত রহিলেন। শুকসেন তিন বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়া লোকান্তরিত হওয়ায় তদীয় কনিষ্ঠভ্রাতা বল্লালের হস্তে বঙ্গরাজ্য অর্পিত হয়। ইহার কতিপয় বৎসর পরে বিজয়সেন মানবলীলা সম্বরণ করেন।

বল্লাল পিতার মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বীয়-তনয় লক্ষ্মণসেনকে বঙ্গরাজ্য শাসনের ভার অর্পণানন্তর স্বয়ং দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তথায় কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া বঙ্গদেশে পুনরাগমন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, বল্লাল দিল্লীতে অধিষ্ঠান সময়ে পদ্মিনী নাম্নী এক নীচজাতীয়া পরমসুন্দরী যুবতীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন এজন্য তাঁহাকে বারম্বার তিরস্কার করিয়া পত্র লিখেন। পত্রে যে সমুদয় শ্লোক লিখিত হইয়াছিল এবং তদুত্তরে বল্লাল যে সমুদয় শ্লোক রচনা করেন; তাহা অদ্যাপি বঙ্গদেশে প্রচারিত আছে।

বল্লাল কতিপয় বৎসর বঙ্গরাজ্যের সুশাসন করিয়া চরম বয়সে রাজকার্য্য হইতে একপ্রকার অবসর গ্রহণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন এবং সংস্কৃত ভাষায় কতিপয় গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তন্মধ্যে "দানসাগর" সমধিক প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থে স্মৃতিশাস্ত্রানুমোদিত নানা প্রকার দান ও দানপদ্ধতি লিপিবদ্ধ আছে।

আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া যদ্রূপ অনন্তকালস্থায়িনী কীর্ত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, বল্লালও তাদৃশ কোন উপায় দ্বারা স্বীয় নাম চিরস্মরণীয় হইতে পারে, অনুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং পরিশেষে পণ্ডিতদিগের সহিত যুক্তি করিয়া গৌড় সমাজে কৌলীন্য মর্য্যাদার অবতারণা করিলেন।

বল্লালের সময়ে বঙ্গদেশে শৈবমত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করে। বল্লাল নিজেও সাতিশয় শিব পরায়ণ ছিলেন। দানসাগর গ্রন্থে, বল্লাল

আপনাকে 'পরমমাহেশ্বরনিঃশঙ্কশঙ্করঃ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন বল্লাল ব্রহ্মপুত্র নদের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সমুদয় অলৌকিক ঘটনার কোন প্রমাণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এবং ঐ সমুদয় বিষয় উল্লেখ করাও নিষ্প্রয়োজন। বল্লাল সর্ব্বশুদ্ধ বঙ্গে পঞ্চদশ বৎসর এবং দিল্লীতে দ্বাদশ বৎসর রাজত্ব করেন। আইন আকবরি মতে বল্লালের রাজত্বকাল পঞ্চাশৎ বৎসর নির্ণীত আছে।

বল্লাল স্বর্গারোহণ করিলে লক্ষ্মণসেন স্বীয় অনুজ কেশব সেনকে বঙ্গদেশের শাসন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং দিল্লীতে পিতৃসিংহাসন গ্রহণানন্তর রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণসেন দশ বৎসর দিল্লীতে সুশাসন করিয়া লোকান্তরিত হন, তৎপর কেশবসেন চতুর্দ্দশ বৎসর, তাহার পর মাধবসেন একাদশ বৎসর ক্রমান্বয়ে বঙ্গদেশের ও দিল্লীর সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। মাধবের দিল্লীতে সিংহাসনাধিরোহণ সময়ে তদীয় ভ্রাতা সদাসেন বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু মাধবের মৃত্যু হইলেও তদীয় সন্তানগণ দিল্লীতেই রহিলেন, বঙ্গরাজ্য সদাসেনের করায়ত্ত রহিয়া গেল, মাধবসেনের মৃত্যুর পর হইতে সদাসেন তেত্রিশ বৎসর বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। সেন বংশীয় নৃপতিদিগের বিজয়সেন হইতে সদাসেন পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে নৃপতিদিগের নাম কুলজি গ্রন্থ, তাম্রশাসন, প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক, এবং আইন আকবরিতে প্রায় একপ্রকার উল্লেখ আছে, কিন্তু সদাসেনের পরবর্ত্তী নৃপতিদিগের নাম আইন আকবরিতে যে প্রকার আছে, কুলজি গ্রন্থে তদ্রূপ নাই। আইন আকবরিতে সদাসেনের পরেই নৌজিব নামের উল্লেখ আছে, এবং তৎপর হইতে মুসলমানদিগের রাজ্য আরম্ভ নির্ণীত হইয়াছে। অতএব আইন আকবরি মতে নৌজিবই বঙ্গদেশের শেষ হিন্দুরাজা। কিন্তু বৈদ্য-কুলজি মতে তেজসেন বৈদ্যবংশীয় শেষ রাজা, এবং সদাসেন ও তেজসেন এতদুভয়ের মধ্যে জয়সেন, উগ্রসেন, বীরসেন এই তিন নৃপতির নামোল্লেখ আছে। মিনহাজউদ্দীন কৃত তবকত নাসিরী গ্রন্থে লিখিত আছে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশ বখ্তীয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, ঐ সময় লক্ষ্মণিয়া নামে অশীতি বর্ষ-বয়ঃক্রম এক নৃপতি বঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন।

এই প্রকার নানা মতের কোনটি যথার্থ স্থির করা সুকঠিন, যেপর্য্যন্ত

কোন সুনিশ্চিত প্রমাণ প্রাপ্ত না হওয়া যাইবে, তদবধি যিনি যে প্রকার সিদ্ধান্ত করুন না কেন, সমস্তই অনুমানে পর্য্যবসিত হইবে। অতএব আমরা লক্ষ্মণসেনের পরবর্ত্তী নৃপতিগণের বৃত্তান্ত লিখিতে আপাততঃ ক্ষান্ত থাকিলাম। তবে গৌড়দেশ যে সেনবংশীয় শেষ নৃপতির হস্ত হইতে যবনগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

আদিশূর এবং বল্লাল কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা এ পর্য্যন্ত নিঃসন্দেহরূপে স্থির হয় নাই। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়িগণ পুস্তকাদির প্রমাণ, বংশাবলী দৃষ্টে সময়ের বিচার, এবং অনুমানের প্রতি নির্ভর করিয়া নানা মত প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল সিদ্ধান্তের কোন্‌টি গ্রাহ্য, স্থির করা সহজ নহে। এ সম্বন্ধে মূল প্রমাণ "দীক্ষিতবংশাবলী" সময় প্রকাশে বল্লাল-কৃত দানসাগর গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশ, ব্রাহ্মণদিগের কুলজি গ্রন্থে, পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমনকাল নিরূপণ, আইন আকবরিতে বঙ্গদেশের নৃপতিগণের তালিকায় তাহাদিগের রাজত্বকালের বৎসর গণনা, এবং অন্যান্য কতিপয় প্রমাণ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলির কোন খানি প্রমাণ্য, পণ্ডিতগণ মধ্যে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। একজন যে গ্রন্থ প্রমাণ্য বলিয়া স্বীকার করেন, অন্যে তাহা অপ্রমাণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন, অতএব আমরা আদিশূর এবং বল্লালের সময় নিরূপণে হস্তক্ষেপণ করিলাম না। পরিশিষ্টে কাহার কি মত ব্যক্ত করিলাম, পাঠকগণ তদ্দৃষ্টে স্বীয় স্বীয় সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু পার্ব্বতীশঙ্কর রায় চৌধুরী।

প্রাচীন ভূগোল শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর

অনুশীলন।

ধরাতলের বর্ণনাকে ভূগোল শাস্ত্র কহা যায়। তাহাতে ধরাতলের স্বাভাবিক এবং কৃত্রিম বিভাগ এবং নানা জাতীয় নরলোকের আকার প্রকার তথা দেশ দেশান্তরের বায়ু মৃত্তিকা এবং ফলমূলাদির বিবরণ উপলব্ধি হয়।

আমরা ধরাতলস্থ যে যে দেশ প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তদতিরিক্ত অংশ অবগত হইবার বাসনা করিলে জলে স্থলে দিগ্‌দিগন্তর ভ্রমণ করা আবশ্যক, যাহারা স্বয়ং এতাবৎ প্রর্য্যটন করিতে না পারে, তাহারদের পক্ষে অন্যান্য পর্য্যাটকদিগের রচিত বৃত্তান্তাবগতি বিনা উপায়ান্তর নাই; কিন্তু কম্পাস নামক দিঙ্‌নির্ণায়ক যন্ত্র রচনার পূর্ব্বে এ প্রকার ভ্রমণ অসাধ্য কল্প ছিল, অপার সমুদ্রে নাবিকতা কার্য্যের উপায় ছিল না। জ্যোতির্জ্ঞ পণ্ডিতেরা অহোরাত্রের বিধান এবং সূর্য্য গ্রহণ কালে ইন্দু মণ্ডলগত বর্ত্তুলাকৃতি ছায়া অবলোকন করিয়া অনুমান ন্যায়ে পৃথিবী মণ্ডলের আকৃতি নির্ণয় করিতে পারেন; কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে পৃথ্বীতলস্থ দেশ দেশান্তরের বিশেষ বর্ণনা করা যায় না; অতএব পুরাকালের নাবিকেরা জাহাজ যোগে যে যে সাগরের পার দর্শন করিতে পারেন নাই, সিদ্ধান্ত-কারেরা কেবল চিন্তা শক্তিতে তাহার সীমার সম্যক্‌ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন নাই, আর যে যে দেশ নগর গ্রাম জনপদ হ্রদ শৈল নদ নদী দৃষ্টিগোচর হয় নাই, তাহারও যথার্থ বর্ণনা তাঁহাদের সাধ্যাতীত ছিল।

ইউরোপ অথবা এস্যা খণ্ডস্থ পূর্ব্বতন ভূগোল জিজ্ঞাসুরা স্থল-মধ্যস্থিত মেদিতরেনিন প্রভৃতি কএক উপসাগর ভিন্ন অন্য কোন সমুদ্রের পার দর্শন করিতে পারেন নাই এবং যে যে দেশ তাঁহাদের স্বকীয় রাজার অধীন ছিল না, তথাকার নিভৃত গ্রামাদিতেও গমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, সুতরাং ধরাতলের অত্যল্প অংশ তাঁহাদের বিদিত ছিল। তাঁহারা আমেরিকা এবং দূরস্থ উপদ্বীপ নিকরের বিষয় কিছুই জানিতেন না এবং যে মহাদ্বীপে স্বয়ং বাস করিতেন, তত্রত্য ভূরি ভূরি দেশ গ্রাম নগরাদিও তাঁহারদের জ্ঞানের বহির্ভূত ছিল। তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকে বাণিজ্যার্থ অথবা দিগ্‌বিজয় করিবার বাসনায় উৎসুক হইয়া জলে স্থলে নূতন নূতন দেশের আবিষ্কৃতি করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা পৃথিবীতলের বিষয়ে যে জ্ঞান লাভ হইয়াছিল, ভূগোল শাস্ত্রের সাম্প্রতিক বৃদ্ধি বিবেচনা করিলে উহা যৎসামান্য বোধ হইবে।

হোমের নামে মহাকবি মহীমণ্ডলকে প্রবল মহার্ণব পরিবেষ্টিত বৃত্ত স্বরূপ কল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরেও অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে ধরা-

তলের প্রান্তে ঐ প্রকার বলয়াকৃতি জলধি আছে, ভূগোলবেত্তারাও প্রমাণ জিজ্ঞাসা না করিয়া ঐ মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে বিদ্যার উন্নতি প্রযুক্ত অভিনব অনেক পদার্থ প্রকাশ হওয়াতে পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত মতকে নানা কৌশলে যুক্তি সঙ্গত করিতে যত্ন করিয়াছিলেন এবং পৃথিবীমণ্ডলের গোলত্ব সপ্রমাণ হইলেও অনেক দিবস পর্য্যন্ত স্থলান্ত সাগরের মেখলাকৃতি জ্ঞান মানবচিত্তে প্রবল ছিল, অস্মদ্দেশীয় কবিবৃন্দ পৃথিবীকে "সপ্তদ্বীপা" ও "সাগরাম্বরা" রূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, এবং ইরাতস্থিনিস স্ত্রাবো মেলা প্রভৃতি যবন পণ্ডিতেরা যে ভূগোল সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে বর্ণিত ছিল যে, আট্লাণ্টিক সাগররাজ পৃথিবীর পরিধি রূপে ইউরোপের পশ্চিম কুল হইতে ভারতবর্ষ ও সিদিয়ার অর্থাৎ শকেরদের ভূমির নিভৃত গ্রামাদি পর্য্যন্ত প্রদক্ষিণ করেন। তাৎকালিক লোকেরদের যদিও নাবিকতা কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য ছিল না, তথাপি তাঁহারা অনুমান ন্যায়তে বিলক্ষণ ব্যুৎপন্ন হইয়া বারংবার ঐ মহাম্বুধি পার হইবার কল্পনা করিয়াছিলেন। অরিস্ততিল নাম ন্যায়বিশারদ পণ্ডিত পৃথিবীর পরিধি গণনা করিয়া অনুমান করিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষ অবশ্য স্পেন সন্নিহিত হর্কুলিসের স্তম্ভের সমীপবর্ত্তি হইবেক; সুতরাং ঐ দুই স্থলের মধ্যে সহজে যাতায়াত করা দুঃসাধ্য নহে। সেনেকা বিলক্ষণ সাহস পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন; যে বায়ুর সুযোগ হইলে অল্প দিবসের মধ্যে জাহাজ যোগে স্পেন হইতে ভারতবর্ষে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু উক্ত প্রকার কল্পনা সর্ব্ব সাধারণের গ্রাহ্য হয় নাই; হিরদতস আদৌ বলয়াকৃতি জলধির কথা অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এবং যাঁহারা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাঁহারও হেতুবাদ পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, ফলতঃ তাঁহারা এস্যাখণ্ডের উত্তর অঞ্চলস্থ অথবা গঙ্গার উত্তর পূর্ব্ব প্রশস্ত ভূমির বিষয় কিছুই জানিতেন না সেই বিস্তীর্ণ দেশকে জলধিতে ব্যাপ্ত জ্ঞান করিয়া অনুমান করিতেন যে, তাঁহাদের দৃষ্ট ভূমির প্রান্তে এমন অপার সমুদ্র আছে, যাহার পরিমাণ করা অসাধ্য। পরে ক্রমশ দূরে গমন করাতে যে যে স্থানকে অগাধ সাগর জ্ঞান করিয়াছিলেন, তথায় নূতন২ জনপদ দৃষ্টি পথারূঢ় হইতে লাগিল; কিন্তু অবিবেক পূর্ব্বক ত্বরায় ভূগোল নির্ণয় করাতে মনের মধ্যে এই বিপরীত অনুভব জন্মিল যে, পূর্ব্বাঞ্চলে এস্যা খণ্ডস্থ ভূমির সীমা নাই। তদবধি

পূর্ব্বতম ভূগোলবেত্তাদের মধ্যে বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন এবং সর্ব্বশেষে গ্রন্থ রচনা করাতে এক প্রকার সর্ব্বজ্ঞ উপাধি ধারী হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ঐ রূপ অসীম ও অপরিমিত ভূমি বিস্তার কল্পনা করিয়া পৃথিবীর চিত্রিত পটে ভূগোল বেত্তাদের দৃষ্ট স্থলের প্রান্তে পূর্ব্বোক্ত প্রাচ্য আটলান্টিক সাগর না লিখিয়া অগ্রে নির্ণীত সীমার অতিরিক্ত অনেক দূর পর্য্যন্ত স্থলময় দ্বীপের বিস্তার বর্ণনা করিয়াছিলেন, অথচ তিনি দ্বীপের প্রাচ্য সীমা অথবা তৎ-সন্নিহিত সাগর বর্ণনা করিতে সক্ষম হয়েন নাই; সুতরাং দৃষ্ট ভূমির প্রান্তে "অদৃষ্ট ভূমি" কল্পনা করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন।

অপর তলমির পঞ্চত্ব হওয়াতে বিদ্যানুশীলনে ঘোরতর ব্যাঘাত পড়িয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্বার্জিত জ্ঞান পর্য্যন্ত লোপ পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ রোমান রাজ্যের ক্ষয়োপক্রমণাবধি জ্ঞানজ্যোতির তিরোধান হইতে লাগিল, অনেক কাল পর্য্যন্ত বিদ্যার প্রভা অজ্ঞান তিমিরাবৃত হইয়া অদৃশ্য ভাবে রহিল; কিন্তু সেই বিদ্যারূপ প্রভাকর পরে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক তেজঃপুঞ্জ হইয়া খরতর রশ্মি বিস্তার দ্বারা অজ্ঞানাচ্ছন্ন যামিনীর অবসান ও অবিদ্যা তিমির জালের উচ্ছেদ করিলেন।

বিদ্যার লোপ হইলে পর প্রথমতঃ পূর্ব্বাঞ্চলে জ্ঞানজোতির পুনঃ প্রকাশ হয়, সেখানে আরবি লোকেরা মহম্মদের অভিনব ধর্ম্মশিক্ষার উৎসাহে শাস্ত্র এবং শস্ত্র উভয়ের অনুশীলনে বিলক্ষণ উৎসুক হইয়াছিল, তাহাদের ভূগোল সিদ্ধান্তে বলয়াকৃতি সাগরের বিষয়ে পণ্ডিত সমাজে পুনশ্চ বিশ্বাস জন্মিল এবং সকলে মনে করিতে লাগিলেন যে, বসুন্ধরা বারিধি বেষ্টিতা হইয়া জলপাত্র স্থিত অণ্ডের ন্যায় সাগরোপরি ভাসিতেছেন। এই বলয়াকৃতি সাগরের যে অংশ এস্যার উত্তর পূর্ব্ব পার্শ্ব বেষ্টন করিত, উক্ত ভূগোল বেত্তারা তাহার নাম "ঘোর তিমিরাব্ধি" রাখিয়াছিলেন। গ্রীকেরা আট্লান্টিক মহার্ণবকে অতি রমণীয় জ্ঞান করিতেন, তাঁহাদের বোধে সেই সাগর মধ্যে শুভাদৃষ্ট জনগণের আশ্রম দ্বীপ ছিল, দেবপ্রিয় মহাত্মারা সেখানে সমুদ্রের স্থিরজলে বেষ্টিত হইয়া সুরভি ফল পুষ্প বিশিষ্ট নিকুঞ্জবনের স্নিগ্ধ ছায়ায় বাস করত অক্ষয় আনন্দ এবং শান্তি ভোগ করিতেন। কিন্তু আরবিরা এ প্রকার কল্পনা অগ্রাহ্য করিয়া উক্ত সাগরকে "তিমিরাব্ধি" উপাধি দিয়া

বিবিধ নক্রচক্র সঙ্কুল ও বাত্যাদি উৎপাতের আশ্রয় জ্ঞান করিত। সেরিফ আল এদ্রিসি নামক প্রসিদ্ধ আরবি ভূগোলবেত্তা খ্রীষ্টের পর ন্যূনাধিক সার্দ্ধ একাদশ শত বৎসরান্তে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে উক্ত সমুদ্র অতট, ও দুর্গম, তাহাতে জাহাজ যোগে যাত্রা করিতে ত্রাস জন্মে, তথায় অগাধ জল এবং ভয়ানক তরঙ্গ ভঙ্গ, অধিকন্তু ভীষণ তিমিঙ্গিলাদি ও খরতর প্রচণ্ড বায়ুর উৎপাতও আছে। একারণ তত্রত্য কোন বিষয়ের নির্ণয় হয় নাই। কেবল এই মাত্র নিশ্চিত হইয়াছে যে, তথায় অসংখ্য উপদ্বীপ আছে, তাহার মধ্যে কএকটা নির্ম্মনুষ্য, কএকটা জনাকীর্ণ। কোন নাবিক তথাকার অগাধ জলে গমন করিতে সাহস করে না, যদি কেহ কখন গিয়া থাকে তবে কেবল তটের নিকট দিয়া যাত্রা করিয়া থাকিবে সমুদ্রের মধ্যভাগে যাইতে শঙ্কা হয়। ঐ মহাসাগরের তরঙ্গ পর্ব্বত প্রমাণ উন্নত হইলেও ভঙ্গ পূর্ব্বক অবনত হয় না, তাহা হইলে তথায় কোন প্রকারে জাহাজ চলিতে পারিত না।”

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা ভূগোল নির্ণয়ে গ্রীক এবং আরবি লোকাপেক্ষাও নিকৃষ্ট ছিলেন, আপনাদের ফলপুষ্প শোভিত ও ধন ধান্য সম্পন্ন দেশে সন্তুষ্ট হইয়া বিষয় তৃষ্ণা নিবারণার্থ সমুদ্র পারে বাণিজ্য করিতে বড় উৎসুক হইতেন না, এবং সাহস ও যুদ্ধ কৌশলে বিরহিত না হইলেও বিদেশীয় রাজ্য জিগীষায় অধিক চঞ্চল হয়েন নাই। শিসস্ত্রিস অথবা আলেগজন্দর কিম্বা সিজরের ন্যায় কোন বীর তাঁহারদিগকে জন্মভূমির বহিঃস্থ দেশ দেশান্তরে জয়পদবী বিস্তার করিতে উৎসাহ প্রদান করেন নাই, এবং আপনারদের আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি অপেক্ষা কোন অধিক ধনধান্যাঢ্য দেশ অধিকার করিবারও লোভ প্রদর্শন করেন নাই। ফলতঃ দিগ্‌দর্শনাদি কষ্টসাধ্য সাধনে তাঁহারদিগের যত্ন মাত্র ছিল না। ধনাকাঙ্ক্ষী বণিক্ কিম্বা জয়াকাঙ্ক্ষী শূরবীর অথবা বিদ্যাকাঙ্ক্ষী তত্ত্বজিজ্ঞাসু পণ্ডিত কেহই সিন্ধু নদীর পশ্চিম কিম্বা ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব অথবা হিমালয়ের উত্তর দেশের রাজনীতি কিম্বা নগর ভূম্যাদির অনুসন্ধান করিতে কখন বাসনা করেন নাই, ভারতবর্ষের সীমাই তাঁহাদের দিগ্‌দিদৃক্ষার সীমা হইয়াছিল।

এই কারণ অস্মদীয় পুরাণ গ্রন্থে ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন দেশ সম্-

দ্বীয় ইতিহাস অথবা ভূগোল বৃত্তান্তের অধিক প্রসঙ্গ নাই। সিদ্ধান্ত-শিরোমণি প্রণেতা মহাত্মা ভাস্করাচার্য্য যিনি পৃথিবীর গোলত্ব উত্তমরূপে উপপন্ন করিয়া ধরাতলের সমভূমিত্ব বিষয়ক লৌকিক ভ্রান্তি সম্পূর্ণ খণ্ডন করিয়াছিলেন, তিনিও ধরাতলস্থ দেশ দেশান্তর বর্ণনা কালে ঘোরতর ভ্রমকূপে পতিত হইয়াছিলেন। তিনি লঙ্কা এবং রোমক পত্তন নামে দুই নগর বিষুবৎ রেখোপরি পরস্পর নবতি অংশ দূরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। আর সিদ্ধিপুর এবং যমকোটি নামে অন্য দুই জনপদকে ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত নগরদ্বয়ের বিরুদ্ধপদি রূপে কল্পনা করিয়াছিলেন। বোধ হয়, সিদ্ধিপুর এবং যমকোটি কেবল আচার্য্যের কল্পনারূঢ় মাত্র, বাস্তবিক কোন স্থলে স্থাপিত নাই। অপর পুরাণে যে সমকেন্দ্র বৃত্তাকার সপ্তদ্বীপ এবং মধ্যে মধ্যে লবণ দধি দুগ্ধাদি বিশিষ্ট বলয়াকৃতি সপ্ত সমুদ্রের বর্ণনা আছে, তাহা আচার্য্যের মনোগত না হইয়া থাকিবেক। কিন্তু তিনি তাহাও অস্বীকার করেন নাই।

হিন্দুস্থান যে মহাদ্বীপোপরি স্থাপিত আছে, তাহাকে কাব্যকারেরা জম্বুদ্বীপ কহেন এবং লবণ সমুদ্রে বেষ্টিত জ্ঞান করেন। তাঁহারা প্লক্ষ শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ শাক পুষ্কর নামে আরও ছয় দ্বীপের ঐ রূপ কল্পনা করিয়া ক্রমশঃ ইক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ জল প্রভৃতি দ্রব্যময় ছয় সাগরে বেষ্টিত জ্ঞান করেন। কোন কোন পণ্ডিতেরা উক্ত দ্বীপ সমূহের তথ্য সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়া কহেন, কুশ-দ্বীপ ঐ নামধারি ইথিওপিয়া দেশকে বুঝায় এবং শাক দ্বীপ শব্দে এস্যার উত্তর অঞ্চলস্থ শক অর্থাৎ সিদিয়ানদিগের ভূমিকে বুঝায়। নামের ঐক্য প্রমাণ এপ্রকার সিদ্ধান্ত নিতান্ত অলীক নহে। কিন্তু পুরাণোক্ত সপ্তদ্বীপ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রূপে বর্ণিত হওয়াতে এবং তৎপ্রণীত সপ্ত সাগর দধি দুগ্ধ ঘৃতাদি বিশিষ্ট বলিয়া কথিত হওয়াতে ধরাতলে পুরাণ বচনানুযায়ি স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব বোধ হয়। অধিকন্তু কাব্য কারেরা কল্পিত সপ্ত সমুদ্র ও প্লক্ষাদি দুর্গম দ্বীপস্থ অদৃষ্ট পর্ব্বত নদী জনপদাদির বিষয় ভারতবর্ষস্থ দৃষ্ট শৈল সরিৎ নগরাদির ন্যায় সাহস পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে এক অধ্যায়ের মধ্যেই এরূপ যথার্থ দেশ বর্ণনা এবং অলীক দ্বীপ বর্ণনা পরস্পর মিশ্রিত দেখা যায়।

কিন্তু প্রাচীন গ্রীক এবং রোমানেরা এবং অস্মদীয় পূর্ব্বেরা ধরাতলে দেশ

দেশান্তর প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলেও আধুনিক বিদ্যার্থিরা তদ্বিষয়ে যত্ন করিয়া উত্তমরূপে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে অগাধ সমুদ্রেও নাবিকতা কার্য্য সহজ হইয়া উঠিল এবং ঐ কার্য্যে ইউরোপস্থ লোকেরদের ঔৎসুক্য বৃদ্ধি হওয়াতে কএক জন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নাবিক জাহাজ যোগে মহীমণ্ডল পর্য্যটন করিলেন, তাহাতে ভূরি ভূরি অদৃষ্ট জনপদ এবং নূতন নূতন জাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৎকালে ইউরোপীয় লোকেরা ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তির কথা শ্রবণে মোহিত হইয়া তদীয় রজত কাঞ্চন এবং অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর লোভে অস্থির হইয়াছিলেন এবং এই দেশে শীঘ্র স্বচ্ছন্দে উপনীত হইবার পথ অনুসন্ধান করিবার চিন্তায় সর্ব্বদা একাগ্র ছিলেন। পরে কম্পাস যন্ত্রের সৃষ্টি হওয়াতে তাঁহারদিগের ঐ বাসনা আরও প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা বহু কালের আশালতা ফলবতী করণার্থ উৎসাহী হইলেন।

অবশেষে স্পেন দেশে ক্রিষ্টফর কলম্বস নামে এক মহাত্মার উদয় হইলে তাঁহা করণক ক্রমশঃ এক সুশোভিত বৃহৎ দ্বীপের আবিষ্কৃতি হয় যাহা পূর্ব্বে ইউরোপাদি অন্য অন্য খণ্ডস্থ লোকের অগোচর ছিল। ইউরোপীয় অগণ্য লোকে ঐ অভিনব প্রকাশিত দেশে যাইয়া বসতি করিতে লাগিলেন তাহাতে ক্রমশঃ বৃহৎ বৃহৎ রাজ্য বদ্ধমূল হওয়াতে আমেরিকা নামে এক দ্বিতীয় ইউরোপীয় খণ্ড সংস্থাপিত হইয়াছে; সুতরাং সেখানকার পূর্ব্বতন অসভ্য বসতিরা বিদেশীয় নির্দ্দয় চিত্ত এবং আত্মম্ভরি লোকের আগমনে দারুণ যন্ত্রণাগ্রস্ত হইলেও, আমেরিকা দ্বীপের ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি হইয়াছে। আদ্য নিবাসিগণের এক প্রকার ধ্বংস হইলেও বসুন্ধরার বিপুল অংশ কর্ষণাদি কার্য্য দ্বারা ধনধান্যাঢ্য হওয়াতে স্বীকার করিতে হইবেক কলম্বসের অভূতপূর্ব্ব বিক্রমের দ্বারা "রত্নসূ" বসুমতীর আখ্যা অর্থবতী হইয়াছে। তিনিও পৃথিবীর গোলত্ব বিবেচনা করিয়া আরিস্ততিল এবং সেনেকার ন্যায় অনুমান করিয়াছিলেন যে ইউরোপের পশ্চিম কূলস্থ সাগর এস্যার পূর্ব্ব কূলের সন্নিহিত হইবেক। সুতরাং ভারতবর্ষে স্বচ্ছন্দে যাইতে বাঞ্ছা করিলে আট্লান্টিক সাগর দিয়াই যাত্রা করিতে হয়; অতএব আপনি ভারতবর্ষের ধন সম্পত্তি লাভ করিবার আশায় নূতন পথ প্রকাশ করণার্থ স্পেন দেশে জাহাজারোহণ করিয়া যাত্রা

করিলেন। তাহাতে যদিও চীন অথবা ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইতে না পারুন, তথাচ পূর্ব্বে অবিদিত নূতন মহাদ্বীপ অর্থাৎ আমেরিকা প্রকাশ করিয়া মনুষ্যবর্গের মহোপকার করিয়াছেন। এইরূপে কলম্বস হইতে আমেরিকার প্রথম উদ্দেশ পাওয়া যায়, পরে ইউরোপীয় লোকেরা তথায় বসতি করিলে ঐ মহাদ্বীপের অভূতপূর্ব্ব উপকার এবং অপকার দুই হইয়াছে, কেননা ইউরোপীয় লোকদিগের নৈপুণ্য ও কর্ম্মক্ষমতা তথায় যাদৃশ জাজ্বল্যমান হয়, নিষ্ঠুরতা ও আত্মম্ভরিতাও তাদৃশ ভীষণ হইয়াছিল।

কলম্বসের পর কিয়ৎকাল গত হইতে মাগেলন প্রভৃতি মহোৎসাহী নাবিকেরা অপরিমেয় কৌশল পূর্ব্বক জলপথে যাত্রা করত আমেরিকা এবং এস্যার মধ্যস্থিত মহার্ণবের পার দর্শন পূর্ব্বক অবনিমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নূতন নূতন দ্বীপ দ্বীপান্তরে গমন করাতে ভূগোল শাস্ত্রের মহোন্নতি হইয়াছে। তদ্দ্বারা সুমেরু ও কুমেরুর অব্যবহিত নিকটস্থ অগম্য সাগর ব্যতিরিক্ত অখিল ধরাতল মনুষ্য লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়াছে সুতরাং সম্প্রতি বালকেরাও মহীতলের সমুদায় অংশ বর্ণনা করত অক্লেশে তত্রত্য শৈল জনপদ সমুদ্র নদ নদীর চিত্রিত পট প্রস্তুত করিতে পারে।

এ স্থলে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অস্মৎ পূর্ব্বেরা ভূগোল বিদ্যায় অধিক ব্যুৎপন্ন না হইলেও এবং স্বদেশ ব্যতীত কোন স্থলের পারদর্শী হইতে যত্ন না করিলেও ইহাঁদের জন্ম ভূমির স্বাভাবিক ধন সম্পত্তি হেতুক লোকসমাজে ভূগোল বিদ্যার সম্পূর্ণ উন্নতি হইয়াছে। কেননা, পূর্ব্বাঞ্চলের প্রচুর অর্থ লাভ করিবার লোভেই কলম্বস প্রথমতঃ আট্লাণ্টিক মহাসাগর পার হইতে যত্ন করেন, যখন তিনি জাহাজ যোগে সাহস পূর্ব্বক ঐ অদৃষ্ট-পার সমুদ্রের তরঙ্গোপরি যাত্রা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার এইমাত্র সঙ্কল্প ছিল যে, ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্রে উপনীত হইবার এক সহজ পথ প্রকাশ করিবেন। পরে যখন উক্ত সমুদ্রের পার দর্শন করিয়া পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিয়াছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ভিন্ন আর এক নূতন মহাদ্বীপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহা না জানিয়া কেবল পুরাতন মহাদ্বীপের পূর্ব্ব পশ্চিমতটে যাতায়াত করিবার নূতন পথ প্রকাশ হইল, এই ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়াছিলেন। অনন্তর অন্যান্য নাবিকেরা তাঁহার যত্ন সফল দেখিয়া তাঁ-

ন্যায় সদৃশ যশোভাজন হইবার বাসনায় ঐরূপ কষ্টসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়েন। ইউরোপীয় লোকেরা যদি আদৌ ভারতবর্ষের অর্থ লাভ করিবার লোভ প্রযুক্ত কষ্টসাধ্য সাধনে উৎসুক না হইতেন, তবে আট্‌লান্টিক সাগরের পার দর্শন অথবা পাসেফিক সাগরের উদ্দেশ কখনই হইত না, বোধ হয় এ কথায় কেহ অত্যুক্তি দোষারোপ করিতে পারিবেন না। অপর এক চমৎকারের ব্যাপার এই যে, কলম্বস ভারতবর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বোধ করিয়া নিজ প্রকাশিত দেশের বসতিগণকে "ইণ্ডিয়ান" নাম দিয়াছিলেন, সেই আখ্যা পরে আমেরিকার এবং পাসেফিক সমুদ্রের ভূরি ভূরি উপদ্বীপস্থ লোকদিগের সামান্য উপাধি হইয়া উঠিয়াছে। অদ্যাপি ঐ সকল স্থলের বসতিগণ "ইণ্ডিয়ান" নামধেয় আছে এবং অনেক গুণপুরুষো সমাখ্যা প্রযুক্ত আমারদিগকে তাহারদের সোদর জ্ঞানে নিতান্ত অসভ্য বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন।

দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর কথা।

ষড়্‌দর্শনের পূর্ব্বাপর কথা নিরূপণ করা সহজ নহে। প্রাচীনেরা গদ্যেতে পুরাবৃত্ত রচনা করেন নাই, কোন্ কালে কি হইয়াছিল তাহা এক্ষণে নির্ণয় করা যায় না। অস্মদীয় পূর্ব্বেরা আদৌ কবিতার মাধুর্য্যে মোহিত হওয়াতে কেহই কোন কালে সে মোহন হইতে মুক্ত হয়েন নাই। ভক্তি রহস্য প্রবন্ধে কবিতা রচনা করিলে কোন হানি হয় না, কেননা ছন্দোবদ্ধ পদ্যকে ভক্তির উত্তেজক কহা যাইতে পারে। কিন্তু পুরাবৃত্ত ও দর্শন শাস্ত্র এবং পদার্থ বিদ্যাতেও তাঁহারা পদ্য রচনা করিয়াছেন। তাহার সাক্ষী ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা এবং ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়। দর্শন ও গণিত শাস্ত্রের কথা স্বভাবতঃ রসাত্মক নহে সুতরাং পদার্থ নির্ণয়ের সূক্ষ্ম জ্ঞান লাভ সহ কবিতার রসাস্বাদনও করিতে পারিলে দুই পক্ষেই লাভ। কিন্তু দুই পক্ষে লাভ করিতে গেলে দুই পক্ষে হানিরও সম্ভাবনা। পুরাবৃত্ত ও পদার্থ শাস্ত্রে তত্ত্বনিষ্ঠ যথার্থানুভবই উদ্দেশ্য। তজ্জন্যই গ্রন্থকারেরা পাঠকবর্গের প্রতি ঋণী, তাহাই ন্যায়তঃ পাঠকবর্গের প্রাপ্য, পদার্থ শাস্ত্রে কবিতার রসাস্বাদন

ন্যায়তঃ প্রাপ্য নহে তাহার লিপ্‌সা করাতে যাহা প্রাপ্য তাহার সম্পূর্ণ আদায় হয় নাই। ইতিহাস সংহিতাদিতে অপ্রাপ্য কাব্য রস যেমন লাভ হইয়াছে যেমনি ছন্দোবন্ধন ও রস বিস্তারের অনুরোধে প্রাপ্য যথার্থানুভবও অপ্রাপ্য হইয়াছে। এক পক্ষে গ্রন্থকারেরা পাঠকবর্গকে কাব্য রস মোদক দিয়া আমোদিত করিয়াছেন, কিন্তু পক্ষান্তরে বহু আয়াস পূর্ব্বক তথ্যানুসন্ধানে প্রাপ্য যে যথার্থানুভব তাহাতে বঞ্চিত করিয়াছেন।

দেখ কালনিরূপণের বিষয়ে কেমন নিতান্ত অসম্ভব কথা সম্ভব কথার সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। রাজা হরিশ্চন্দ্রই বা কোথায়, এবং দাশরথি রামচন্দ্রই বা কোথায়, তথাপি যে গাধেয় রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের পরীক্ষা করিয়াছিলেন তিনিই আবার রামচন্দ্রকে জনক রাজার সভায় লইয়া যান। ইঁহাদের অন্যতরের সমকালীন বিশ্বামিত্রের অবস্থিতি অসম্ভব নহে, কিন্তু তাঁহাকে উভয় মহীপালের সমকালীন করা কেমন অসংলগ্ন হইয়াছে বিবেচনা কর তদ্রুপ রাজা দিলীপের পুরোহিত বশিষ্ঠকে তৎ প্রপৌত্র দশরথের কুলপুরোহিত করাও কেমন অব্যবস্থার কথা।

ইতিহাসাদির সংহিতাতে এই রূপ অসংলগ্ন বিবরণ থাকাতে কোন কথায় স্থির বিশ্বাস জন্মে না তবে এই একটী কথা নিশ্চয় বটে যে প্রাচীন ঋষিদিগের জাতীয় মনঃ সংস্কার বেদ বচন হইতে উৎপন্ন, তাঁহারা পূর্ব্বাবধি চতুর্ব্বেদের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। কি ধর্ম্মতত্ত্বে কি ব্যবহারতত্ত্বে সর্ব্বত্র বেদের প্রমাণে তর্কাবসান হইত। বেদোক্তি অন্যথা করিতে কাহারও সাহস হইত না, বেদের পর প্রমাণান্তর ছিল না।

কিন্তু আমাদের স্বদেশীয় কোবিদ্‌বৃন্দ এক্ষণে কেবল বেদের নামই জানেন, বোধ হয় কেহই অখিল বেদ অধ্যয়ন করেন নাই, হয়তো চক্ষুতে দেখেনও নাই। কতিপয় ইউরোপীয়াদি পণ্ডিতেরা কোন কোন বেদ প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু আমাদের মধ্যে অত্যল্প লোক তাহা অধ্যয়নার্থ ক্রয় করিয়া থাকেন। তবে উপনিষৎ নামে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড আছে তাহা কেহ কেহ পাঠ করিয়া থাকেন বটে। এই পদ্ধতি বহুকালাবধি চলিত আছে কেননা দর্শনাদি শাস্ত্র রচকেরা "ইতি শ্রুতেঃ" বলিয়া যে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা সকলি প্রায় ঔপনিষদ বচন।

বেদের মধ্যে মন্ত্র ব্রাহ্মণ নামে দুই প্রধান শাখাভেদ আছে। মন্ত্রশাখাকে ভক্তিরস প্রধান কহা যাইতে পারে কেননা তাহাতে দেবস্তুতিই অধিক। ব্রাহ্মণশাখা বিধি প্রধান, তন্মধ্যে যজন যাজনের নিয়ম ও মন্ত্রার্থ প্রতিপাদন স্থানে স্থানে দেখা যায়। উপনিষৎ নামে বিখ্যাত খণ্ড প্রায় সকলি ব্রাহ্মণ-ভুক্ত। তাহা মন্ত্রব্রাহ্মণের ন্যায় প্রাচীন নহে কিন্তু তন্নিমিত্তই তাহার অধিক সমাদর হইয়াছে কেননা বৈদিক ধর্ম্মের পরিপাকে তাহার উৎপত্তি। এই কারণ উপনিষৎ "পরা বিদ্যা" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মন্ত্রব্রাহ্মণ "অপরা বিদ্যা" নামে এক প্রকার উপেক্ষিত হইয়াছেন। ঔপনিষদ খণ্ডে উৎকৃষ্ট ভাবের কিছু কিছু লক্ষণ দেখা যায় বটে, এবং যেমন ঘোরান্ধকার নিশিতে নক্ষত্রগণের ক্ষুদ্র জ্যোতিতেও পান্থের পক্ষে যৎকিঞ্চিৎ উপকার সম্ভবে, তদ্রূপ ঔপনিষদখণ্ডে দর্শন শাস্ত্রের পূর্ব্বাপর বার্ত্তা-জিজ্ঞাসুর পক্ষে কিঞ্চিৎ সঙ্কেত লাভ হয়, কিন্তু তাহাতে নিয়ম শৃঙ্খলাভাব, এবং কোন কোন স্থলে কাব্য-রসেরও আতিশয্য দেখা যায়।

প্রাচীনেরা চতুর্ব্বেদকে পরম পূজ্য জ্ঞান করিতেন ইহাতে চমৎকারের ব্যাপার কি? বেদই দেশীয় বিদ্যা এবং পাণ্ডিত্যের আদিম অঙ্কুর এবং প্রথম ফল। অবিদ্যাবস্থাতে বর্ণ পরিচয় শূন্য অবিদ্বান্ লোক লিপি পাণ্ডিত্যকে স্বরস্বতী প্রসাদাৎ দৈববিদ্যা জ্ঞান করিত সুতরাং গ্রন্থরচনাকেও দৈবরচনা বোধে বিশেষ পূজ্য করিত। তাহাতে আবার মন্ত্রসংহিতা দেব-স্তবাত্মক। সুতরাং যাহাদের বর্ণপরিচয় ছিল না তাহারা আরও ভক্তিপূর্ব্বক শ্রবণ করিত এবং বিষয় কর্ম্মের অবসরে শ্রুত কথার যথা শক্তি আবৃত্তি করিত যাহাদের বর্ণপরিচয় ছিল তাহারাও দেবারাধনায় তাহা পাঠ করিত।

ছন্দোবদ্ধ স্তোত্র হইলে ভক্তিরসের বিশেষ উপদ্রেক হয় সন্দেহ নাই। মন্ত্র সমূহের মধুর ছন্দ গীত বাদ্য সহকারে উচ্চার্য্যমাণ হইলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই কর্ণসুখে ও ভক্তিরসে মোহিত হইয়া পুলকিত হইবেন ইহাতে আশ্চর্য্য কি? সুতরাং সকলেই মন্ত্রপাঠকে দেববাণী জ্ঞান করিত তন্নিমিত্ত কাব্যকারেরা লিখিয়াছেন যে বেদপাঠ শ্রবণে পশু পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যক্ যোনিও স্তব্ধ হইত।

এইরূপ মন্ত্রপাঠে যে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা সহজেই অখিল বেদেতে আরোপিত হইল। ব্যাখ্যার কথা লোকে সামান্য জ্ঞান করিত, পুরুষপরম্পরায় যেমন প্রতিপন্ন হইয়াছিল তাহাই সকলে গ্রহণ করিত। কেহই স্বতন্ত্র-রূপে বেদার্থ প্রতিপাদনে সাহসিক হইত না সুতরাং একবার যে প্রকার রীতি ধার্য্য হইয়াছিল তাহাই উত্তরকালে বলবতী রহিল। ফলেও সকল দেশের লোকেই শাস্ত্রালোচনা ত্যাগ করিয়া কেবল ব্যবহারের উপর নির্ভর রাখিয়া দিন যাপন করিয়া থাকে।

আদৌ বেদেতে কেবল পণ্ডিতবৃন্দের অধিকার ছিল পণ্ডিতবৃন্দই মন্ত্রপাঠ করিতেন, মন্ত্রের নামান্তর ব্রহ্ম, তন্নিমিত্ত মন্ত্রপাঠক কোবিদ্বর্গের নাম ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। তৎকালে বর্ণ ভেদ ছিল না ইহার প্রমাণ মহাভারতের এক বচন এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

ন বিশেষোস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং॥

আরো ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে তাহা পুনরুক্তি-অপবাদ শঙ্কায় এখানে উদ্ধৃত করা গেল না। অধ্যয়নশক্তি থাকিলেই কোবিদ্বর্গের মধ্যে গণ্য হওয়া যাইত এবং বেদাধিকার প্রাপ্য হইত, মহাভারতের উক্ত বচনে সপ্রমাণ হইতেছে যে আদৌ বর্ণভেদ ছিল না কিন্তু কর্ম্মানুসারে বর্ণভেদ হইল অর্থাৎ কোবিদ্গণ ব্রাহ্মণাখ্যা পাইয়া স্বতন্ত্র বর্গ হইলেন, পরে তাঁহারা সমুদায় দেশের পৌরহিত্য পদ প্রাপ্ত হইয়া স্বার্থ ও পরমার্থ তপস্যা করিবার অধিকারী হইয়াছিলেন। যথা রামায়ণের উক্তি, "পুরা কৃতযুগে রাজন্ ব্রাহ্মণা বৈ তপস্বিনঃ। অব্রাহ্মণস্তদা রাজন্ ন তপস্বী কথঞ্চন"। সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই কেবল তপস্বী ছিলেন তখন ব্রাহ্মণ ভিন্ন তাপসান্তর ছিল না। ব্রাহ্মণবর্গের তদ্রূপ কোন বিশেষ অধিকার ছিল তাহার প্রমাণান্তর এই যে বিশ্বামিত্র ও জনক রাজা স্বভাবতঃ তদধিকার ভাজন না হইলেও তদ্ভাগী হইবার্থ বহুতর যত্ন করিয়াছিলেন।

আদৌ সকলেই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিপ্রবর্গের উপদেশ আপ্ত বাক্য রূপে গ্রহণ করিত, তাঁহাদেরই পাণ্ডিত্য ছিল একারণ সকলেই তাঁহাদের বাক্য শ্রদ্ধা সহ মান্য করিত। কিন্তু অচিরাৎ, কালের ব্যত্যয় হইয়া

Imp 4370 dt-7/1/07

পড়িল। দর্শন শাস্ত্রসমূহ প্রচার হইবার পূর্ব্বেই ঘোরতর লৌকিক মতান্তর হয়।

কখন কখন অতিশয় শ্রদ্ধার পর অতিশয় অশ্রদ্ধা অদ্ভুত নহে যেমন অতিবৃষ্টির পর অনাবৃষ্টি। ভূসুরবর্গ দেব তুল্য আরাধনাকাঙ্খী হওয়াতে লোকে তর্ক করিতে লাগিল বৈদিক ধর্ম্ম কি বস্তুতঃ সত্য পরমার্থ। বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণেরা তো আপনারদের জাতীয় উৎকর্ষ বিস্তার করিয়াছিলেন তাহাতে রাজন্যবর্গকেও তৃণজ্ঞান করিতেন, রাজা রাজপুরুষ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়বর্ণ ব্রহ্মশাপের ত্রাসে সর্ব্বদা বিপ্রগণকে ভয় করিতেন। ব্রহ্মশাপ হইলে অগণিত পুরুষ পর্য্যন্ত পাতিত্য দশায় নরক ভোগ হইবে এই শঙ্কায় রাজন্যবর্গ সর্ব্বদা বিপ্রবর্গের উপাসনা করিতেন। ইহার প্রমাণ রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথা, ঐ মহীপাল ব্রহ্মশাপের ভয়ে প্রাণপ্রিয়া মহিষী ও বংশধর পুত্র পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া আপনি চণ্ডালত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন কিন্তু ইক্ষ্বাকুবংশে ঐ হরিশ্চন্দ্রের কুলে পরে এক রাজকুমার উৎপন্ন হইলেন যাঁহাদ্বারা বিপ্রবর্গের গরিমা ও বৈদিকধর্ম্মের মহিমা কিয়ৎকালের নিমিত্তে একেবারে অস্তঙ্গমিত হইয়াছিল। ঐ রাজকুমারের নাম সিদ্ধার্থ, তিনি বুদ্ধ শাক্যমুনি সংজ্ঞাতে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন। তিনি দেশীয় ধর্ম্ম শোধনার্থ উদ্যম করিতে লাগিলেন। বিশ্বামিত্রের ন্যায় ভূসুরবর্ণ মধ্যে ভুক্ত হওয়া তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না অথবা পরশুরামজিৎ রামচন্দ্রের ন্যায় ব্রাহ্মণবর্গকে সমরে পরাস্ত করিতেও তাঁহার অভিলাষ হয় নাই, কিন্তু বৈদিক যাগযজ্ঞ নিতান্ত ব্যর্থ ভাবিয়া যাজ্ঞিকবর্গের গরিমা খর্ব্ব করাই তাঁহার উদ্দেশ্য হইল। তরুণ বয়সে তিনি জরা মরণ ব্যাধিকে সাতিশয় ক্লেশকর বোধ করিয়া সংসারে জন্মগ্রহণই সর্ব্ব দুঃখের মূল নিশ্চয় করিয়াছিলেন। অতএব সংসারে বিরক্ত হইয়া রাজপদ ও ঐশ্বর্য্য ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে সংসার মিথ্যা, মায়ামরীচি সদৃশ, এবং জাতি জরা মরণহইতে রক্ষার্থ নির্ব্বাণ মুক্তি সাধনে তৎপর থাকা উচিৎ। বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বাল্যক্রীড়া মাত্র, এবং ঐ ক্রিয়া সম্পাদক বিপ্রবর্গ ও অলীক জাত্যাভিমানে মত্ত। তিনি চতুর্ব্বেদকেও অপ্রমাণ করিয়া বর্ণভেদকে অহঙ্কারমূলক বলিয়া উপদেশ করিলেন, এবং সর্ব্বজাতীয় লোককে সমভাবে স্বীয় সম্প্রদায় ভুক্ত হইতে আহ্বান

করিলেন। ব্রাহ্মণবৃন্দের মধ্যে অনেকে ক্রোধ পরবশ হইয়া কহিয়া থাকেন হে শাক্যমুনি দেহাতিরিক্ত নিরাকার আত্মা অথবা সংসার ভঙ্গানন্তর পারিত্রিক সুখ দুঃখ স্বীকার করেন নাই।

শাক্যমুনি বস্তুতঃ দেহাতিরিক্ত দেহী অমান্য করিয়াছিলেন কি না তাহার আলোচনার প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইহা সত্য বটে যে তিনি কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ গ্রাহ্য করিতেন না, তাঁহার সমুদয় উপদেশ কেবল অনুমান ও হেতু-মূলক ছিল। তন্নিমিত্ত বৌদ্ধ ধর্ম্মের পক্ষে দর্শন বিচার ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন নিতান্ত আবশ্যক হইল। যাঁহারা চতুর্ব্বেদকে প্রমাণ করিতেন তাঁহাদিগের তর্কের প্রয়োজন ছিল না কেননা বেদবচন উদ্ধারেই বিবাদ মীমাংসা ও সন্দেহ ভঞ্জন হইতে পারিত কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ অগ্রাহ্য করাতে হেতুবাদ ব্যতীত তর্কাবসানের সম্ভব রহিল না। বৌদ্ধ ধর্ম্ম রক্ষার্থ শাক্য-মুনির শিষ্যেরাই প্রথমতঃ দর্শন ও তর্কবিদ্যার অনুশীলন করেন, তন্নিমিত্ত পুরাণাদি সংহিতাতে বৌদ্ধদিগের গ্রন্থ "হেতু শাস্ত্র" বাচ্য হইয়াছে।

কিন্তু বৌদ্ধেরা বিপ্রবর্গকে চিরপরাস্ত করিতে পারিলেন না বরং তাঁহা-দের আপনাদিগকেই স্বদেশত্যাগী হইয়া দেশান্তর গমন করিতে হইল, দেশান্তরে গিয়া বহুল স্থানে আপনাদের মত প্রবল করিলেন। ফলে তাঁহা-রদের মত প্রকারান্তরে ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যেও প্রবল হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত ভূমি হইতে উৎপাটিত হইলেও নির্মূল হয় নাই, অগণ্য অঙ্কুর ও বীজ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যেই অবশিষ্ট ছিল, বৌদ্ধেরদের ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণবর্গ হৈতু-কশাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছিলেন, হৈতুকশাস্ত্রের বারিধারায় বৌদ্ধাবশিষ্ট অঙ্কুর অবিলম্বে তেজস্কর হইয়া ব্রহ্মক্ষেত্র মধ্যেই বহুল পরিমাণে অবৈদিক ফলোৎপাদন করিল, তৎপ্রযুক্ত দার্শনিক বিপ্রবরেরা বৈদিক ক্রিয়ার অশ্রদ্ধা ও নির্ব্বাণ মুক্তির আজ্ঞা করিতে লাগিলেন সেই কারণে পদ্মপুরাণ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে ষড়্দর্শনের ঘোরতর দূষণ দেখা যায়। লিখিত আছে যে সে সকল তামসিক শাস্ত্র মাত্র, তৎশ্রবণমাত্রেই পাতিত্য হয়, মহর্ষি জৈমিনি বেদের অত্যন্ত মাহাত্ম্য করিয়াছেন, তথাপি নিরীশ্বর বাদী। মায়াবাদ যাহা নব্য বেদান্তের মূল-কথা তাহাও প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত; ষড়্দর্শন বৌদ্ধমতের তুল্য অহিতকর এবং জগতের ভবিষ্যৎ নাশন রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবর্গ ষড়্‌দর্শন মধ্যে জৈমিনিকৃত মীমাংসা এবং ব্যাস প্রণীত বেদান্তকে বিশেষ মান্য করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের বোধে মীমাংসা এবং বেদান্তের মধ্যে বেদ বিরোধিনী কথা নাই, অবশিষ্ট চতুর্দর্শনকে তাদৃশ মান্য করেন না।

ফলেও বোধ হয় যে পূর্ব্ব এবং উত্তর মীমাংসা অপর অপর দর্শনগত দোষ শোধনার্থ রচিত হইয়াছিল। ন্যায় এবং সাংখ্যকে এক প্রকার বৈদিক এবং বৌদ্ধ ধর্ম্মের মধ্যস্থল কহা যাইতে পারে কেননা ঐ দর্শনে কেবল ব্রহ্ম বর্ণের প্রাধান্যের বিপরীত তর্ক নাই কিন্তু তথায় বৌদ্ধমতের অন্যান্য সকল লক্ষণ স্পষ্ট দেখা যায়। গোতম এবং কণাদ বেদের পোষকতা করেন বটে কিন্তু তাঁহারা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের উপেক্ষা করিয়াছেন।

বৌদ্ধেরা প্রবল হইলে যখন ব্রাহ্মণবর্গ দেখিলেন তর্কশাস্ত্রানুশীলন না করিলে স্বীয় প্রাধান্য রক্ষা হয় না, তখন আদৌ ন্যায় এবং সাংখ্য শাস্ত্রের রচনা হয়। ন্যায় ও সাংখ্যের মধ্যে যে সকল পূর্ব্বপক্ষ উল্লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় যে ন্যায় প্রথমত চলিত হয়, পরে সাংখ্য। অতএব বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকটিত হইলে আদৌ ন্যায়দর্শন সহকারে বিপ্রবর্গ তর্কানুশীলন করেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে ক্রিয়াকাণ্ডে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিলে পাষণ্ডমত খণ্ডন হইবে না। কেবল পূর্ব্বলক্ষিত বৈদিক মার্গে চলিলে বুদ্ধির তিক্ষ্ণতা জন্মিবে না। শূদ্রেরা যেমন মূর্খ, বিপ্রসন্তানেরাও তদ্রূপ হই-বেন, সুতরাং বৌদ্ধদিগের উত্তরোত্তর অধিক প্রাদুর্ভাব হইবে, তন্নিমিত্ত হৈতুকশাস্ত্র খণ্ডনার্থ ভূসুরবর্গ আপনারাই হৈতুকশাস্ত্রী হইতে লাগিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ কুমারেরা বৌদ্ধদিগের তার্কিক শক্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়াছিলেন, উহাঁদিগের হেতুবাদ সহকারে উপদেশ না করিলে বর্ণাশ্রম রক্ষা দুষ্কর হইবে এই ভাবিয়া প্রাচীনেরা তর্কশাস্ত্রানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেন। চতুর্ব্বেদকে নিতান্ত অপ্রমাণ করেন নাই, তন্মধ্যে মধুর ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র ছিল তৎশ্রবণে কর্ণসুখ ও চিত্তমোদন হয়, আর বেদকে অশ্রদ্ধা করিলে ব্রাহ্মণবর্গের প্রাধা-ন্যই বা কিরূপে রক্ষা পায়? মতেরই বা স্থৈর্য্য কি প্রকারে সম্ভবে? বিপ্রকিশোরেরা নিরঙ্কুশ তর্ক করিলে নিয়মই বা কিসে থাকে? অধন্য শূদ্রে-রাই বা কি বলিবে?

অতএব বর্ণাশ্রম রক্ষা পূর্ব্বক তর্কানুশীলন ধার্য্য করিয়া ঋষিরা এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সংগোপনে তদ্বিষয়ের উপদেশ করিতে হইবেক, কোন কোন বিপ্রকিশোরকে শিষ্যরূপে বরণ করিয়া অপর সকলকে অনধিকারী বলিয়া হেয় করিলেন এবং সাধারণের অবোধ্য সঙ্কেত দ্বারা সূত্র রচনা করিয়া অধিকারী শিষ্যবর্গকে স্বীয় অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। চতুর্বেদের মৌখিক আস্থাতে বিরত হইলেন না কিন্তু তদুপদিষ্ট ক্রিয়াকলাপকে অনর্থকর বলিয়া অদ্ভুততত্ত্ব জ্ঞান প্রচার করিতে লাগিলেন। ঐ উপদেশে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূত তত্ত্ব এবং অতীন্দ্রিয় আত্মতত্ত্ব উভয় সন্নিষ্ট ছিল, ঋষিরা উভয়েরই ফল মুক্তি বলিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

সূত্রকার মহর্ষিবৃন্দ কেবল কতিপয় মনোনীত বিপ্রকিশোরকে শিষ্য করণ পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানাধিকার অর্পণ করিয়াছিলেন ইহার বহুল প্রমাণ আছে। তাঁহারা অপর লোককে অনধিকারী বলিয়া তত্ত্ব বিদ্যা প্রদান করিতেন না এবং যদি কেহ কোন প্রকারে সূত্র অপহরণ করিয়া বিদ্যা তস্কর হয় এই আশঙ্কায় গূঢ়ার্থ শব্দ প্রয়োগ পূর্ব্বক সূত্র রচনা করিয়াছিলেন; এস্থলে শেকেন্দর শাহ মহীপালের এক কথা স্মরণ হইল। বিক্রমাব্দের দুই শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে শেকেন্দার শাহ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গুরুর নাম অরিস্ততিলি। মহীপাল একদিবস গুরুকে কহিলেন, ভো গুরো আপনি আমারদিগকে পদার্থ তত্ত্বের যে উপদেশ দিয়াছেন তাহা আবার লিপি বদ্ধ করিয়া প্রকটিত করিলেন কেন? অপর লোকে তো এখন সকলি বুঝিবে তবে যাহারদিগকে শিষ্য করণ দ্বারা বিশেষ রূপে বরণ করিয়াছেন তাহাদের উৎকর্ষ কোথায় রহিল? সকলেই যদি পণ্ডিত হইল তবে আপনকার শিষ্যকৃত অস্মদ্বর্গের প্রাধান্য রহিল কি? গুরু উত্তর করিলেন, ভো শুভংযো, আমার উপদেশ প্রকটিত বলিলেও হয় অপ্রকটিত বলিলেও হয় কেননা যাহারা আমার প্রমুখাৎ তদ্ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়াছে তদ্ব্যতীত অন্য কেহ ঐ লিপিবদ্ধ কথার কিছুই বুঝিতে পারিবেক না। এই গুরু-শিষ্য সংবাদ যথার্থই হউক কিম্বা কল্পিতই হউক কিন্তু অরিস্ততিলির উপদেশ সাধারণের বোধে কেমন দুরূহ তাহা নিশ্চয় অনুমেয় হইতেছে। এখন অরিস্ততিলির উপদেশে উদ্দেশ্য বিধেয়াদি স্পষ্ট ছিল, কর্ত্তা কর্ম্ম ক্রিয়া উক্ত ছিল, তথাপি তাহা সাধারণের

দুর্বোধ্য হইয়াছিল, তবে অস্মদীয় মহর্ষিগণ প্রণীত সূত্রের বিষয়ে আর কি কহিব? ইহাঁদের উপদেশের ভূরি ভূরি স্থলে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সূত্র শব্দান্তর্গত না হইয়া সূত্রকারের মানস ক্ষেত্রেই সংগোপিত ছিল। দূর অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তির তো সীমাই নাই, স্থানে স্থানে বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তিও আছে। কাহার সাধ্য এমত সূত্রার্থের অবগতি সম্পাদন করে।

এ প্রকার বিষম অন্বয় ও বিষম অনুবৃত্তি কি আকস্মিক হইতে পারে? গোতম কপিলাদি মহর্ষিরা কি সাধারণের বোধ্য বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিতে অক্ষম ছিলেন? এমত অনুভব কখন মনোগত হইতে পারে না সুতরাং তাঁহারা সঙ্কল্প পূর্ব্বক বিষম অন্বয় ও দূর অনুবৃত্তি সমন্বেত সূত্র গ্রন্থবদ্ধ করিয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সাধারণে তাহা হৃদয়ঙ্গম করে ইহা তাঁহারদের অভি-প্রায় ছিল না কেবল কতিপয় মনোনীত শিষ্যের বোধার্থে রচনা করিয়া-ছিলেন। শূদ্রের তো তাহাতে অধিকারই ছিল না।

বোধ হয় চতুর্ব্বেদে সূত্রকারদিগের যথার্থ বিশ্বাস ছিল না গোতম এবং কণাদ বেদের অপরিচিত পদার্থ জ্ঞানকে অপবর্গের আবশ্যক কারণ কহাতে বস্তুতঃ শ্রুতিতে এক প্রকারে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা বেদ বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট উক্তি করেন নাই বেদের প্রতি মৌখিক শ্রদ্ধা যথেষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। শিষ্যদিগের মন রক্ষার্থ মহর্ষিরা আরও উপদেশ করি-য়াছিলেন যে পদার্থ বিদ্যার ফল মুক্তি। পরমার্থের আশা না থাকিলে শিষ্যেরা পঞ্চভূতের রূপ রস গন্ধাদির আলোচনায় পরিশ্রম করিতেন না। প্রাচীন বেদ সংহিতা স্তবে পরিপূর্ণ দেখিয়া আমরা নিশ্চয় কহিতে পারি অস্মৎ পূর্ব্বেরদের অন্তঃকরণে ভক্তি রসের প্রাধান্য ছিল তাঁহারা দেব বৃন্দের প্রতি শ্রদ্ধা করত সাংসারিক অনিত্য পদার্থ হেয় করিতেন এমত স্থলে দার্শ-নিক মহর্ষিরা মনে করিয়াছিলেন যে পরমার্থ লাভের উদ্দেশে দর্শন শাস্ত্র শিক্ষার প্রয়োজন বিস্তার না করিলে কেহ কোন বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইবেক না তন্নিমিত্ত যে কোন বিষয়ে উপদেশ করুন আদৌ অপবর্গকে উপদেশের প্রয়োজন বলিয়া বিস্তার করিয়াছিলেন।

দার্শনিক সূত্রকারেরদের মধ্যে বোধ হয় গোতম ঋষি সর্ব্ব প্রাচীন। বেদ পুরাণ পাঠকেরা গোতম নাম পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া থাকিবেন। এবং

প্রাচীন পারস্যদিগের জেন্দ অবস্ত নামক গ্রন্থেও "জৌতম" শব্দ দ্বারা গোতমের পরিচয় দেখা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হারিদ্রুমত উপাধি ধারি এক গোতমের প্রসঙ্গ আছে তিনি জাবালির প্রতিপালক ও গুরু। অহল্যা-পতি গোতমের নামও সকলেই শুনিয়াছেন, ইন্দ্রের দোষে যাঁহার গৃহিণীকে পাষাণময়ী হইতে হয়। কিন্তু অহল্যা-পতি আর হারিদ্রুমত এক ব্যক্তি কি না তাহা বলা যায় না। আরও অনেক গোতমের নামোল্লেখ আছে, পাণ্ডবেরদের গুরু এক গোতম ছিলেন, বৌদ্ধদিগের আরাধ্য এক গোতম আছেন, ব্রহ্ম ভূমিতে যাঁহার নামান্তর গদমা। ইহারদিগের মধ্যে ন্যায় সূত্র প্রণেতা কোন্ জন, অথবা ইহারদের অন্যতম কেহ উক্ত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন কি না তাহা নিশ্চয় করা অসাধ্য, ন্যায় সূত্র প্রণেতার নামান্তর অক্ষপাদ, এ শব্দের ব্যুৎপত্তির নিশ্চয় নাই শব্দ মুক্তা মহার্ণবে ইহার এই রূপ সাধন, অক্ষেণ জ্ঞানবিশেষেণ ব্যবহারেণ বা পদ্যাতে জ্ঞায়ত ইতি অক্ষপাদঃ।

গোতম ঋষি পদার্থ ও মানস তত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন কেননা তাঁহার বোধে ঐ প্রকার অনুশীলনে দ্বিজবরগণের বিবেক শক্তির প্রখরতা সাধনের সম্ভাবনা। বেদ বিহিত কর্ম্ম মার্গে অন্ধ গোলাঙ্গুলের ন্যায় চলাতে ব্রাহ্মণ বর্গের কেবল বুদ্ধির স্থূলত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল তন্নিমিত্তই ভূরি ভূরি লোক ব্রাহ্মণদিগকে অশ্রদ্ধা করিয়া বেদ ত্যাগী পাষণ্ড হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বুদ্ধি বিবেকের চর্চ্চা করাতে ব্রাহ্মণবর্গ নিরুত্তর হইয়াছিলেন। অনেক ভূসুরও বেদ পরিত্যাগ পুরঃসর পাষণ্ড পালের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তাহাতে শত্রুর বিলক্ষণ আস্ফালন হইয়াছিল সুতরাং ব্রাহ্মণদিগকে তার্কিক রণ কৌশলে দীক্ষিত করা অতি আবশ্যক বোধ হইল উহাদিগকে তর্ক বিশারদ করিলে হেতুবাদে বিপক্ষ দলের একাধিপত্য নষ্ট হইবে।

এই ভাবিয়া মহর্ষি গোতম ব্রাহ্মণবর্গকে বিদ্যার বিবধ শাখায় উপদেশ করিতে উপক্রম করিলেন বুদ্ধির প্রখরতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আদৌ ষোড়শ পদার্থ সূত্রবদ্ধ করিলেন। অন্যান্য সূত্রকারের ন্যায় "অথ" শব্দ প্রয়োগ দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করেন নাই। ষোড়শ পদার্থ মধ্যে আত্মিক ভৌতিক নানা প্রকার তত্ত্ব অন্তর্গত আছে কিন্তু বোধ হয় রূপ রস গন্ধাদির আলোচনায় দ্বিজ কিশোরদিগের অধিক প্রবৃত্তি ছিল না সূত্রকার তাঁহারদের প্রবৃত্তি দৃঢ়তর করণার্থ ঐ আলোচনাকে অপবর্গের হেতু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

গোতমকে আদ্য সূত্রকার বলিবার কারণ এই যে যদিও তিনি কোন কোন স্থলে পাষণ্ডাদি মতের খণ্ডন চেষ্টা করিয়াছেন তথাপি অন্যান্য দর্শন সূত্রের কোন প্রসঙ্গ তাঁহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না অনেক পূর্ব্বপক্ষ দেখা যায় যাহা বোধ হয় তাঁহার স্বকপোল কল্পিত, কিন্তু সাংখ্য বেদান্তাদির কোন স্পষ্ট প্রসঙ্গ দেখা যায় না, টীকা ও ভাষ্যকারেরা গৌতম সূত্রের মধ্যে কপিলের সহিত দুই এক বার তর্ক যুদ্ধের লক্ষণ দেখেন বটে কিন্তু সাংখ্য মতের কোন স্পষ্ট দূষণ দৃষ্ট হয় না।

গোতমের তাৎপর্য্য বিপ্রবর্গের মধ্যে ভূত পদার্থ ও তর্ক শাস্ত্রের অনু-শীলন হয় কিন্তু বিবধ বিষম বিষয় একত্র করাতে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত করিতে পারেন নাই তথাপি তাঁহার উপদেশে অনেক উপকার হইয়াছে কেননা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষা তিনিই প্রথমতঃ শৃঙ্খলা পূর্ব্বক প্রচার করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন যে রাজা সেকন্দর সাহের গুরু অরিস্ত-তিলি ন্যায় শাস্ত্রের সৃষ্টি করেন কিন্তু গোতম তৎপূর্ব্বে ঐ শাস্ত্রের আদ্যকৃতি করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইউরোপীয় পণ্ডিতবৃন্দ ন্যায় শাস্ত্রানুশীলনে ভারত-বর্ষীয় কোবিদবর্গকে পরাস্ত করিয়াছেন তাহা মিথ্যা নহে, তাহার কারণ তাঁ-হারা বহুকালাবধি শাস্ত্র চিন্তা করিয়া পূর্ব্বাপর দোষ শোধন করিয়া আসি-তেছেন আমাদের পূর্ব্বেরদিগের দোষ শোধন কেহ করে নাই, প্রাচীন উপ-দেশই ধারা বাহিক চলিয়া আসিতেছে, ভারতবর্ষে যদি প্রাচীনদিগের দোষ শোধন করিবার রীতি থাকিত তবে গোতমের সূত্র অবলম্বনে এদেশেও ইউ-রোপের তুল্য ন্যায় শাস্ত্রের উন্নতি হইত।

এতদ্দেশের পণ্ডিতেরা বোধ করেন যে প্রাচীনদিগের দোষ শোধন করিবার কল্পনা করিলে ঘোরতর অধর্ম্ম সম্ভাবনা, মহর্ষিগণেতে দোষ আরোপ করাই দূষ্য। ভাষ্যকারেরাও দোষাচ্ছাদন পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করেন কিন্তু যে স্থলে স্পষ্ট দোষ থাকে সে স্থলে তাহা আচ্ছাদন করাতে বস্তুতঃ প্রাচীনদিগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ হয় না কেননা তাহাতে সেই দোষ আরও বর্দ্ধমূল হয় অধিকন্তু সত্যেরও হানি সম্ভাবনা। সূত্রকার ন্যায় শাস্ত্রের সূত্রপাত করিয়া-ছেন তাহা সামান্য ব্যাপার নহে পরে তাঁহার সূত্র হৃদয়ঙ্গম করিয়া যদি কোন স্থলে শোধনীয় বোধ হয় তবে তাহা শোধন করিলে সত্যের উপলব্ধি এবং

শাস্ত্রের উন্নতি সম্ভাবনা কিন্তু দোষ আচ্ছাদন করিলে সর্ব্ব পক্ষে মন্দ হয়, যেমন কোন সুচারু চিত্রপটের যদি কোন স্থলে মলিনতা সংযোগ থাকে তবে তাহা মার্জ্জন না করিয়া অবিকল মলিন রাখিলে কি পটের প্রতি যত্ন প্রকাশ হয়?

শিবজীর বংশ ও জন্মাদির বিবরণ।

—০○০—

শিবজী অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত এবং হিন্দুদিগের গৌরবাস্পদ ছিলেন; তাঁহা-কর্তৃক দুর্দান্ত যবনদিগের দম্ভ বিমর্দ্দিত হইয়াছিল; ইদানীন্তন তিনিই সূর্য্য-বংশের গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করেন; তদীয় বুদ্ধিকৌশলেই মহারাষ্ট্র দেশ মুস-লমানদিগের হস্তহইতে উদ্ধৃত হইয়া সূর্য্যবংশীয় হিন্দুরাজার স্নেহে প্রতিপালিত হয়, অতএব তাঁহার জীবন-বিবরণ পাঠকদিগের সমাদরণীয় হইবে ইহা অবশ্যই সম্ভাবনীয়।

শিবজীর জন্মের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দক্ষিণ-দেশ তিন পৃথক্ রাজ্যে বিভা-জিত ছিল। ঐ রাজ্যত্রয়ের রাজপাট অহমদ্‌নগর, গোলণ্ডা এবং বিজয়পুরে সংস্থাপিত থাকাতে ঐ নামেই রাজ্যগুলিনও বিখ্যাত হয়। যদিচ ঐ সকল রাজ্যে যবনদিগের রাজারা আধিপত্য করিতেন, তত্রাপি তথায় মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরা নিতান্ত অবমানিত হয়েন নাই। তথাকার প্রাচীন বংশীয় অনেকে প্রধান প্রধান রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। অপরে প্রসিদ্ধ রাজা জমিদার বা কেল্লাদার নামে বিখ্যাত হন। ঐ সকল প্রধান ব্যক্তিদিগের মধ্যে ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অহমদ্‌নগরে যদুরায় দেশমুখ অতি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য ছিলেন। তিনি দেবগড়ের রাজগোষ্ঠীজাত এবং দশ সহস্র অশ্বের নায়ক বলিয়া নিজামশাহি * রাজ্যের প্রধান জায়গীর ভোগ করিতেন।

তৎকালে উক্ত দেশে ভোঁসলানামা অপর এক প্রধান বংশ বাস করিত তাহার আদিপুরুষ সুজন সিংহ। মিবারাধিপতি অজয় সিংহের পিত্রাদেশ ছিল যে তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠের পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র হামীর আপন বিক্রমে যবনহইতে চিতোর

* অহমদ্ নগর রাজ্যের অপরাভিধান।

নগরের উদ্ধার করিলে তিনিই রাজা প্রাপ্ত হন, এবং অজয় সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র সুজন সিংহ দেশ-বহিষ্কৃত হইয়া দক্ষিণদেশে আপন সৌভাগ্যবীজ রোপিত করেন, পরন্তু তাহাতে তাঁহাকে জায়গীরদার হইয়াই থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দিলীপজী কোন বিশেষ সৎকর্ম্মে পারক হয়েন নাই; তাঁহার প্রপৌত্র বাবাজী ভোসলা * তিনি দৌলতাবাদের নিকট বিরোল-গ্রামে বাস করিতেন। তাঁহার পুত্র মল্লোজী (মল্লজ) এবং বিত্তোজী (বিত্তজী) ইহাঁরা নগরের অধিপতি। মূর্ত্তিজা নিজাম সাহের অধীনে ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে যদু-রায়ের অনুগ্রহে মল্লোজী সৈন্যকর্ম্মে নিযুক্ত হন; যদিচ তাঁহার সঙ্গতি তাদৃশ ছিল না, তত্রাপি প্রসিদ্ধ দেশমুখ জগপালরায় নামক নিম্বালকরের দুহিতা দীপা বাঈর পাণিগ্রহণ করাতে সর্ব্বত্র সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার গৃহিণী বহুকাল বিলম্বে ১৫৯৪ খ্রীষ্টাব্দে শাহ শরীএ নামা জনৈক পীরের আশী-র্ব্বাদে পুত্রবতী হয়েন, এই প্রযুক্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র শাহজী এবং দ্বিতীয় পুত্র শরীফজী নামে খ্যাত হয়েন।

১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দোলযাত্রার উপলক্ষে মল্লোজী পঞ্চম বর্ষীয় বালক শাহ-জীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যদুরায়ের ভবনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় দেশাচারানুসারে অল্পবয়স্ক বালক বালিকা সকল একত্র হোলীখেলা করি-তেছিল; শাহজী তাহাদিগের সহিত ক্রীড়ায় আসক্ত হইলেন। ক্ষণবিলম্বে যদুরায় তথায় উপস্থিত হইয়া শাহজীর বদনশ্রী নিরীক্ষণে সাতিশয় সন্তুষ্ট হন; এবং কৌতুকচ্ছলে সুকুমারী স্বকীয় কুমারীকে সম্বোধন করিয়া শাহজীর প্রতি অঙ্গুলী-নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক কহিলেন "দেখ কুমারী! তোমার কেমন বর আসি-য়াছে"। ঐ সময়েই উহারা পরস্পরের গাত্রে ফাগ দেওয়াতে সকলেই হাস্য করিয়া উঠিল; যদুরায়ের ঐরূপ বাক্যে মল্লোজী সাহস প্রাপ্ত হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ অদ্য যদুরায় আমার পুত্রকে নিজ নন্দিনীর পাণি দান করিবেন, স্বীকার করিলেন। এ বিষয়ে তোমরা সকলেই সাক্ষী রহিলে"। যদুরায় মল্লোজীর ঈদৃশ অসঙ্গত বাক্যে বিস্মিত ও বিরক্ত হইয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিন্তু মল্লোজী মনে মনে স্থির

* টড সাহেবের গ্রন্থে বংশাবলী অন্য প্রকারে বর্ণিত আছে।

সঙ্কল্প করিলেন, যে উপায়ে হউক এই বিবাহ সম্বন্ধ অবশ্যই সাধ্যস্ত করিতে হইবে।

মল্লোজী ইহা স্থির জানিতেন যে যদুরায়ের পদ ও বংশমর্য্যাদা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট; কিন্তু ধন সম্পত্তি-শালী হইতে পারিলে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে পারা যায় ইহাও তদীয় অন্তঃকরণে স্থির-সিদ্ধান্ত ছিল; সুতরাং তিনি সর্ব্বাগ্রে ধন-সম্পন্ন হইবার বিশিষ্ট চেষ্টা পাইতে লাগিলেন; এবং অল্পকাল মধ্যেই কোন গুপ্ত উপায়ে বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী হইয়া উঠিলেন। তখন দেখিলেন যে তাঁহার কোন একটি বিশিষ্ট মান্য পদ না থাকায় অভিপ্রেত সিদ্ধির প্রবল প্রতিবন্ধক রহিয়াছে। তাঁহার এই প্রতিবন্ধকও অধিক দিন রহিল না। তিনি প্রকৃতিসিদ্ধ অধ্যবসায়বলে অবিলম্বেই রাজসন্নিধানে পঞ্চসহস্র তুরগারোহী সৈন্যের অধ্যক্ষপদে অভিষিক্ত হইয়া সিউনেরী ও চাকন্ নামক দুর্গদ্বয়ের কর্ম্মকর্ত্তা হইলেন। অপর পূনা ও সোপা পরগণার জায়গীর এবং রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন; তখন যদুরায়ের অন্তঃকরণে আর কিছুমাত্র আপত্তি রহিল না। অতএব তিনি শাহজীর সহিত নিজ নন্দিনী জিজী বাঈয়ের পরিণয় ব্যাপার মহাসমারোহে সম্পাদিত করিলেন।

কিয়ৎকাল পরেই যখন যদুরায় মোগলদিগের সহিত মিলিত হয়েন তখন নিজ জামাতা শাহজীকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় তরুণবয় শাহজী অসাধারণ্য সমরনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া অল্পকাল মধ্যেই বিখ্যাত হন। কিন্তু তিনি মোগলদিগের সহিত অধিক-কাল তথায় অবস্থান করেন নাই। বিজয়পুরের রাজমন্ত্রী মুরার পন্থ শাহজীর অসাধারণ সমরপারদর্শিতা সন্দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া স্বকীয় স্বামী মুহম্মদ আদিল শাহের নিকট তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন; এবং রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহাকে সমধিক পুরস্কার প্রদান করিয়া আত্ম-পক্ষে লইয়া যান। সেই অবধিই শাহজী পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার কতিপয় বিশ্বস্ত লোকের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিজয়পুরের রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

জিজীবাঈয়ের গর্ভে শাহজীর দুই পুত্র হয়; প্রথম পুত্রের নাম শাম্বজী, দ্বিতীয় পুত্রের নাম শিবজী। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সময়ে দেশের চতুঃপার্শ্বস্থ

রাজগণ পরস্পর হিংসা দ্বেষ বিবাদ ও কলহের কোলাহলে উন্মত্ত ছিলেন, এবং প্রবল সমরানল দেশের প্রায় সকল স্থলেই প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই ঘোর ভয়াবহ সময়ে জ্যৈষ্ঠমাসে সিউনেরী দুর্গে শিবজীর জন্ম হয়। জিজীবাঈয়ের বান্ধবগণ অচিরজাত শিশুর মনোহর রূপ সুন্দর গঠন ও শরীরে রাজলক্ষণ সকল নিরীক্ষণ করিয়া যথোচিত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। জিজীবাঈ সুলক্ষণাক্রান্ত শিবজীকে অতি যত্নপূর্ব্বক লালন পালন করিতেন; বিশেষতঃ তৎকালে মুসলমানদিগের সহিত অত্যন্ত বৈরিতা থাকাতে, শিবজী পাছে শত্রুহস্তে পতিত হন এই আশঙ্কায় তাঁহাকে সতত সাবধানে রাখিতেন।

শাহজী যে অবধি মোগল-দল পরিত্যাগ করিয়া বিজয়পুরে গমন করিয়াছিলেন, সেই অবধিই শ্বশুরবংশীয়দিগের সহিত তাঁহার সাতিশয় অপ্রণয় হয়। পরে ১৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে মোহিতেবংশীয় এক কন্যার পাণিগ্রহণ করাতে ঐ অপ্রণয় অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই নিমিত্তই জিজীবাঈ একান্ত অভিমানিনী ও নিতান্ত রোষপরতন্ত্রা হইয়া কনিষ্ঠ পুত্র শিবজীকে সমভিব্যাহারে করিয়া পিতৃমন্দিরে গিয়া অবস্থিতি করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র শাম্বজী পিতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন; একারণ তিনি তাঁহারই সহচর হইয়া থাকিলেন।

এই কাল অবধি ক্রমাগত সাত বৎসর শিবজীর পিতৃসহ সাক্ষাৎ হয় নাই। ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে যখন শাহজী মুরারপন্থের সহিত বিজয়পুরে গমন করেন তখন জিজীবাঈকে সঙ্গে লইয়া যান; কিন্তু তিনি স্বামীর নিকট অধিককাল অবস্থান করেন নাই। নিম্বাসকরের দুহিতা শুইবাঈর সহিত শিবজীর বিবাহ হইলে পর, তিনি পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া পূনা নগরে গিয়া বাস করেন। শাহজী তাহাদিগের তত্ত্বাবধারকতা ও আপন জায়গীর সম্পর্কীয় যাবৎ কার্য্য-নির্ব্বাহের ভার দাদাজী কোণদেও নামক এক জন ব্রাহ্মণকে সমর্পিত করিয়া স্বয়ং কর্ণাট প্রদেশে যুদ্ধযাত্রা করেন।

দাদাজী কোণদেও রাজস্ব-ব্যবস্থাপনাদি ব্যাপারে যথার্থ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি পূনায় থাকিয়া যে সকল স্থানের অধ্যক্ষতা করিতে লাগিলেন সেই সেই স্থানেই কৃষির আতিশয্য ও লোকসংখ্যার সমধিক বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কর্ণাটে যুদ্ধ জয় হওয়াতে শাহজী ইন্দ্রপুর ও বরমতী পরগণা তথা নিকটবর্ত্তী মাওলা নামক কতকগুলি উপত্যকা স্থান জায়গীর স্বরূপে প্রসাদ প্রাপ্ত হন।

মাওল উপত্যকাবাসি মাওলীদিগের বৃত্তান্ত অত্যন্ত বিস্ময়কর। তাহারা পরিশ্রমী বলবান ও যৎপরোনাস্তি দুঃখ সহিষ্ণু, তাহারা সংবৎসর অবিরত পরিশ্রম করিয়াও পর্য্যাপ্তরূপ আহার দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিত না। গহন-স্থানে ভয়ঙ্কর জন্তু হইতে আত্মরক্ষার্থ অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহার করিত; কিন্তু তাহা-দিগের বস্ত্রাদি অন্যান্য উপভোগ্য দ্রব্য প্রায় কিছুই ছিল না। তাহাদিগের কুটীর সমস্ত এত অপকৃষ্ট ছিল যে তাহাতে বাত ও বৃষ্টির ক্লেশ প্রায় কিছুই নিবারণ হইত না। দাদাজী কোণদেও তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়া অনেক অংশে তাহাদিগের দুঃখের ধ্বংস ও সুখের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; সুতরাং মাওল স্থান নিবাসিমাত্রেই প্রায় দাদাজীর একান্ত ভক্ত হইয়া উঠিল; এবং অনেকেই অতি সামান্য বেতনে তাঁহার অধীনে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমস্ত অতি বিশ্বস্ত ও সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

শিবজীর শিক্ষাকার্য্যের ভার দাদাজীর উপরেই সমর্পিত ছিল, সুতরাং তিনি শিবজীকে তৎকালে প্রচলিত শস্ত্রাদি বিদ্যায় অতি সুশিক্ষিত করিয়া-ছিলেন। প্রধান প্রধান মহারাষ্ট্রীয়েরা লেখা পড়া শিক্ষা করা আপনাদিগের পক্ষে আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেন না; তাহা কেবল কারকুনদিগের কার্য্য, তাঁহাদের এইরূপদৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই প্রযুক্তই শিবজী কিছুমাত্র লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। এমন কি তিনি আপনার নাম পর্য্যন্তও লিখিতে পারিতেন না। অন্যান্য দেশে শাস্ত্রবিদ্যার ন্যায় মহারাষ্ট্রদেশে শস্ত্রবিদ্যার অত্যান্ত গৌরব ছিল; এবং অতি শৈশবাবধিই বালকেরা অশ্বে আরোহণ করিতে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইত। সুতরাং তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায় অস্ত্রযোদ্ধা ও উত্তমঅশ্বারোহী প্রায় আর কোথাও ছিল না। শিবজীর অতি অল্প বয়সে এই উভয় বিষয়েই এমত একটি অসাধারণ ক্ষমতা জন্মিয়া-ছিল যে অস্ত্র-প্রয়োগের তদ্রূপ সুকৌশল ও হয়চালনার তথাবিধ নৈপুণ্য মহারাষ্ট্রদেশেও অসাধারণ বোধ হইয়াছিল। এইরূপ ধনুর্ব্বিদ্যাতেও শিবজী এত পারদর্শী হইয়াছিলেন যে তদীয় কার্ম্মুক বিনির্ম্মুক্ত একটি শরও প্রায় কখনই অলক্ষ্যে পতিত বা ব্যর্থ হইত না।

দাদাজী কোণদেও প্রত্যেক কার্য্যেই শিবজীর সমান উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় সন্দর্শন করিয়া শিক্ষা প্রদান বিষয়ে দেশ প্রথানুসারে ত্রুটি করেন নাই। স্বজাতির কিরূপ ধর্ম্ম, দেশের কি প্রকার আচার, ও তাহার মর্ম্মই বা কি, তিনি এই সমস্ত বিষয়েই শিবজীকে উত্তমরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। শিবজী মহাভারত ভাগবত ও রামায়ণ আনুপূর্ব্বিক সমুদায় শ্রবণ করিয়াছিলেন। পুরাণের প্রতি তাঁহার এমত গাঢ়ানুরাগ জন্মিয়াছিল যে সময়ে সময়ে পুরাণ শ্রবণের নিমিত্ত তাঁহাকে সাতিশয় কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল। শিবজী স্বভাবতই অতিশয় সমরপ্রিয় ছিলেন, তাহাতে ক্রমাগত কুরু পাণ্ডব, রাম রাবণ ও অন্যান্য বীরপুরুষদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দ্বিগুণিত রণোৎসাহী হইয়া উঠিলেন। এমত কথিত আছে যে শিবজী রণোৎসাহ সংবরণ করিতে না পারিয়া ষোড়শবর্ষবয়ঃক্রম-সময়ে এক দস্যুদলে মিলিত হইয়াছিলেন।

দাদাজী কোণদেও তরুণবয়স্ক শিবজীর তাদৃশ দস্যুসহ সৌহার্দ্দ্য সন্দর্শনে সাতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন; এবং তাদৃশ বিষয়ে তিনি আর প্রবৃত্ত না হয়েন এই মনে করিয়া রাখেন। শিবজীও সেই অবধি কিঞ্চিৎ সাবধান হইয়া চলিতে লাগিলেন কিন্তু তাদৃশ ব্যবসায় হইতে একেবারে বিরত হইতে পারেন নাই।

অনন্তর পূনানগরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শিবজী আপন অশ্বের সঙ্খ্যা বৃদ্ধি করণার্থ বিশেষ যত্ন পাইতে লাগিলেন; তিনি নানা স্থান হইতে অশ্ব-সংগ্রহ করণপূর্ব্বক অধীনস্থ বর্গীদিগকে তদারূঢ় করাইয়া সমরোপযোগী শিক্ষায় নিয়োগ করিলেন। এই সময়ে তিনি মহারাষ্ট্রীয় সিলিদারদিগকেও সৈন্যভুক্ত করেন। অপর মঙ্কাজী দোতন্দে নামক তাঁহার প্রাচীন অশ্বসৈন্যাধ্যক্ষের মৃত্যু হইলে নিত্যজী পলকার নামে কোন সাহসিক যোদ্ধাকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। সিলিদারদের উপর নিত্যজীর যথেষ্ট প্রভুত্ব ছিল বটে, কিন্তু তিনি স্বভাবতঃ নিষ্ঠূর ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানরহিত ছিলেন।

সে যাহাহউক এই সময়ে মোগলদিগের অনপেক্ষিত জয়লাভের বার্ত্তা শ্রবণে শিবজী বিজয়পুরের আসন্ন বিপদ্ দেখিয়া আপনার পূর্ব্বাপরাধজন্য সমুচিত অনুতাপ প্রকাশপূর্ব্বক প্রথমতঃ অওরঙ্গজেবের নিকট প্রার্থনা করিয়া

পাঠান। ঐ প্রার্থনার ফলও ত্বরায় উপলব্ধ হয়, যে হেতু তাঁহার অনতিবিলম্বে অওরঙ্গজেব রাজসম্পর্কীয় কার্য্যবিশেষে বিব্রত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলে শিবজী সুযোগ বোধে উপস্থিত সঙ্কটে অওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিতে চাহিয়া তৎপুরস্কারস্বরূপ কণথল ও মোগল রাজ্যান্তর্গত কিয়দংশের জায়গীরী প্রার্থনা করণার্থে পুনর্ব্বার কৃষ্ণজী-ভাস্কর নামক কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কার্য্যোদ্ধারার্থে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

শিবজী কণথল দেশ অধিকার করণের প্রত্যাশায় প্রথমে সাগর সন্নিকটস্থ দুর্গসকল আয়ত্ত-করণপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাঠান ও মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। রঘুবরলাল নামক এক জন ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের অধ্যক্ষতার ভার সমর্পিত হয়। ঐ সৈন্য প্রস্তুত হইলে শিবজী শ্যামরাজ পন্থকে ফতে খাঁ সীদীর রাজ্যাক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষের প্রবলতর সৈন্যকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্যামরাজের অনেক লোক বিনষ্ট হয়। শিবজী এই প্রথম পরাভবের পর কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শ্যামরাজপন্থকে অবমানিত করিয়া তৎপদে রঘুনাথ পন্থকে সংস্থাপিত করেন। সীদী তাহাতেও সম্যগ্‌রূপে শত্রুর প্রাদুর্ভাব দমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার অবিলম্বেই বর্ষাঋতুর সমাগম হওয়াতে শিবজীর আশা এককালে শুষ্ক হয়।

অতঃপর বিজয়পুরের রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ও বিষম কলহ বিসংবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত রাজ্য প্রায় উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক আলী আদিল শাহ বিদ্রোহ-প্রবাহের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া রাজ্যশাসনে অশক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ এই উপদ্রবের সময়ে বিনষ্ট হয়। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিবজীর দৌরাত্ম্য তাঁহার অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল; অতএব তাঁহারই দমনার্থে সকলে একবাক্য ও স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই অভিপ্রায়ে পাঁচ সহস্র অশ্ব, সাত সহস্র পদাতি এবং নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রাদি সমেত এক বৃহৎ সৈন্যদল সংগৃহীত হয়; এবং অফ্‌জুল খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী সেনানী তদধিপতিত্বের ভার স্বয়ং ইচ্ছানুসারে গ্রহণ

করেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বিদায়-কালে তিনি মুসলমানদিগের স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতা প্রকাশ-করণ-পূর্ব্বক ব্যক্ত করেন যে তিনি অবশ্যই সাধারণের শত্রু শিবজীকে শৃঙ্খলবদ্ধকরিয়া বিজয়পুরের সিংহাসনের পদতলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। ফলতঃ তাঁহার যে সাহস ও বলবীর্য্য তাহাতে এবম্ভূত উক্তি নিতান্ত অযোগ্য হয় নাই। অনন্তর অফ্‌জুল্ খাঁ প্রথমে পুরন্দরপুর, পরে তথাহইতে বারিদেশে গমন করেন।

শিবজী তৎকালে প্রতাপগড়ে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মুসলমানদিগের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে তিনি অফ্‌জুল্‌খাঁকে অতি বিনয় গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন; যেহেতুক বাক্যে সম্প্রীতি দর্শাইয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইত না। অফ্‌জুল্‌খাঁ শিবজীর পুনঃ পুনঃ সন্ধিসূচক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মের অনুধাবনার্থে অনেক বিবেচনানন্তর পন্থজী গোপীনাথ নামা এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। পন্থজী গোপীনাথ শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যথাযোগ্য কুশল সম্ভাষণের পর শিবিরের অতিদূরে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। পরে সকলে সুষুপ্ত হইলে তিনি নিশীথ সময়ে গোপনে পন্থজীর আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের সাপেক্ষ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভগবতী ভবানীর আদেশে গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে এবং পতিত হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারণার্থে নানাস্থানিক দেবালয়ও দেবতার অপভ্রংশকারি দুরন্ত যবনদিগের উচ্ছেদ করণার্থে তিনি তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ নানারূপ বচনবৈদগ্ধিদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ ধনদানে ব্রাহ্মণকে মুগ্ধ করিয়া অফ্‌জুল্ খাঁর সহিত সাক্ষাতের কথা ধার্য্য করেন।

কৃষ্ণজী ভাস্কর এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া পন্থজী গোপীনাথের সমভিব্যাহারে অফ্‌জুল্ খাঁর শিবিরে যাত্রা করেন। অফ্‌জুল্ খাঁ শিবজীর বারম্বার বিনয়গর্ভ পত্রাদিতে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছিলেন; এক্ষণে পন্থজীর প্ররোচনাবাক্যে তাহার প্রচুর বিশ্বাস জন্মিল, এবং শিবজীর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবেও তিনি সম্যক্ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে এই শুভ ঘটনা শিবজীর সুগোচর হইলে তিনি স্বাভীষ্টসাধনের কাল নিকট দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন; এবং প্রতাপগড়ের নিকটেই মিলনের এক স্থান

পাঠান। ঐ প্রার্থনার ফলও স্বরায় উপলব্ধ হয়, যে হেতু তাহার অনতিবিলম্বে অওরঙ্গজেব রাজসম্পর্কীয় কার্য্যবিশেষে বিব্রত হইয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলে শিবজী সুযোগ বোধে উপস্থিত সঙ্কটে অওরঙ্গজেবকে সাহায্য করিতে চাহিয়া তৎপুরস্কারস্বরূপ কণখল ও মোগল রাজ্যান্তর্গত কিয়দংশের জায়গীরী প্রার্থনা করণার্থে পুনর্ব্বার কৃষ্ণজী ভাস্কর নামক কোন বিশ্বস্ত অনুচরকে তাঁহার সমীপে প্রেরণ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াও কার্য্যোদ্ধারার্থে তাহাতে সম্মত হইয়াছিলেন।

শিবজী কণখল দেশ অধিকার করণের প্রত্যাশায় প্রথমে সাগর সন্নিকটস্থ দুর্গসকল আয়ত্ত-করণপূর্ব্বক ক্রমশঃ পাঠান ও মুসলমানদিগকে দলভূক্ত করিয়া সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। রঘুবরলাল নামক এক জন ব্রাহ্মণের উপর ইহাদের অধ্যক্ষতার ভার সমর্পিত হয়। ঐ সৈন্য প্রস্তুত হইলে শিবজী শ্যামরাজ পন্থকে ফতে খাঁ সীদীর রাজ্যাক্রমণার্থ প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার বিপক্ষের প্রবলতর সৈন্যকর্তৃক পরাজিত হইয়া শ্যামরাজের অনেক লোক বিনষ্ট হয়। শিবজী এই প্রথম পরাভবের পর কিঞ্চিৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া শ্যামরাজপন্থকে অবমানিত করিয়া তৎপদে রঘুনাথ পন্থকে সংস্থাপিত করেন। সীদী তাহাতেও সম্যগ্রূপে শত্রুর প্রাচুর্ভাব দমন করিয়াছিলেন, এবং তাহার অবিলম্বেই বর্ষাঋতুর সমাগম হওয়াতে শিবজীর আশা এককালে শুষ্ক হয়।

অতঃপর বিজয়পুরের রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদ ও বিষম কলহ বিসংবাদ উপস্থিত হওয়াতে উক্ত রাজ্য প্রায় উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হয়। অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্ক আলী আদিল শাহ বিদ্রোহ-প্রবাহের বেগ নিবারণ করিতে না পারিয়া রাজ্যশাসনে অশক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রী খাঁ মুহম্মদ এই উপদ্রবের সময়ে বিনষ্ট হয়। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা শিবজীর দৌরাত্ম্য তাঁহার অধিকতর ক্লেশকর হইয়াছিল; অতএব তাঁহারই দমনার্থে সকলে একবাক্য ও স্থির প্রতিজ্ঞ হইলেন। এই অভিপ্রায়ে পাঁচ সহস্র অশ্ব, সাত সহস্র পদাতি এবং নানাবিধ আগ্নেয়াস্ত্রাদি সমেত এক বৃহৎ সৈন্যদল সংগৃহীত হয়; এবং অফজুল খাঁ নামে এক প্রসিদ্ধ পরাক্রমশালী সেনানী তদধিপতিত্বের ভার স্বয়ং ইচ্ছানুসারে গ্রহণ

করেন। যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে বিদায়-কালে তিনি মুসলমানদিগের স্বভাবসিদ্ধ দাম্ভিকতা প্রকাশ-করণ-পূর্ব্বক ব্যক্ত করেন যে তিনি অবশ্যই সাধারণের শত্রু শিবজীকে শৃঙ্খলবদ্ধকরিয়া বিজয়পুরের সিংহাসনের পদতলে নিক্ষিপ্ত করিবেন। ফলতঃ তাঁহার যে সাহস ও বলবীর্য্য তাহাতে এবম্ভূত উক্তি নিতান্ত অযোগ্য হয় নাই। অনন্তর অফ্‌জুল্‌ খাঁ প্রথমে পুরন্দরপুর, পরে তথাহইতে বারিদেশে গমন করেন।

শিবজী তৎকালে প্রতাপগড়ে শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন! মুসলমানদিগের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে তিনি অফ্‌জুল্‌খাঁকে অতি বিনয় গর্ভ পত্রাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন; যেহেতুক বাক্যে সম্প্রীতি দর্শাইয়া লোকদিগকে প্রতারিত করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইত না। অফ্‌জুল্‌ খাঁ শিবজীর পুনঃ পুনঃ সন্ধিসূচক প্রস্তাবের প্রকৃত মর্ম্মের অনুধাবনার্থে অনেক বিবেচনানন্তর পন্থজী গোপীনাথ নামা এক ব্রাহ্মণকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। পন্থজী গোপীনাথ শিবজীর নিকট উপস্থিত হইলে তিনি যথাযোগ্য কুশল সম্ভাষণের পর শিবিরের অতিছয়ে তাঁহার বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। পরে সকলে সুষুপ্ত হইলে তিনি নিশীথ সময়ে গোপনে পন্থজীর আবাসে উপনীত হইয়া তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুদিগের সাপেক্ষ কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ভগবতী ভবানীর আদেশে গোব্রাহ্মণ রক্ষার্থে এবং পতিত হিন্দুধর্ম্মের উদ্ধারণার্থে নানাস্থানিক দেবালয়ও দেবতার অপভ্রংশকারি দুরন্ত যবনদিগের উচ্ছেদ করণার্থে তিনি তাহাদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন। এবম্বিধ নানারূপ বচনবৈদগ্ধিদ্বারা এবং কিঞ্চিৎ ধনদানে ব্রাহ্মণকে মুগ্ধ করিয়া অফ্‌জুল্‌ খাঁর সহিত সাক্ষাতের কথা ধার্য্য করেন।

কৃষ্ণজী ভাস্কর এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া পন্থজী গোপীনাথের সমভিব্যাহারে অফ্‌জুল্‌ খাঁর শিবিরে যাত্রা করেন। অফ্‌জুল্‌ খাঁ শিবজীর বারম্বার বিনয়গর্ভ পত্রাদিতে ইতিপূর্ব্বে কিঞ্চিৎ নম্র হইয়াছিলেন; এক্ষণে পন্থজীর প্ররোচনাবাক্যে তাহার প্রচুর বিশ্বাস জন্মিল, এবং শিবজীর সহিত সাক্ষাতের প্রস্তাবেও তিনি সম্যক্ সম্মতি প্রদান করিলেন। পরে এই শুভ ঘটনা শিবজীর সুগোচর হইলে তিনি স্বাভীষ্টসাধনের কাল নিকট দেখিয়া পরম আহ্লাদিত হইলেন; এবং প্রতাপগড়ের নিকটেই মিলনের এক স্থান

নিরূপিত করিয়া তাহার চারিদিক রুদ্ধ করত কেবল একমাত্র যাতায়াতের পথ প্রস্তুত করিলেন অপর কণথল হইতে কএক হাজার নাওলী-জাতীয় পদাতির সহিত মৌরপন্থ এবং নিত্যজী পলকারকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে স্বীয় নিষ্ঠুর অভিসন্ধির বিষয় অবগত করাইলে তাহারা সসৈন্য দুর্গের চতুর্দ্দিক্ রক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপ সমুদায় বিষয় স্থির হইলে পর অসন্দিগ্ধচিত্ত অফ্‌জুল্ খাঁ সামান্য শুভ্র পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক জনৈক ভৃত্যমাত্র লইয়া শিবিকারোহণে সন্দর্শনের নিরূপিত স্থানে যাত্রা করিলেন।

এদিকে শিবজী সচরাচর নিয়মানুসারে সে দিবসেও তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক পূজা আহ্নিকাদি সমাপন করিয়া মাতৃচরণে প্রণামপুরঃসর স্বীয় শিবির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় লৌহকবচে শরীর বিভূষিত ও পার্শ্বদেশে নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র গোপন করিয়া হস্তের অঙ্গুলিতে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত "ব্যাঘ্র নখ" নামা অস্ত্র সংবদ্ধ করত মৃদুভাবে দুর্গ হইতে বহির্গমন করিলেন। উক্ত খাঁ তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন; অধিক বিলম্বে অধৈর্য্য প্রকাশ করিতেছেন, এমত সময়ে শিবজী এক জন ভৃত্যের ন্যায় তথায় উপস্থিত হইলেন। সম্ভাষণাদি কার্য্যের পূর্ব্বে প্রচলিত প্রথানুসারে যেমন উভয়ে আলিঙ্গন করিবেন বিশ্বাসঘাতক শিবজী তাঁহার অঙ্গুলিস্থ ব্যাঘ্রনখ অফ্‌জুল্ খাঁর বক্ষঃস্থলে নিবিষ্ট করিলেন। তাহাতে তিনি "হাহাকার" করত তরবালের এক আঘাত করেন, কিন্তু শিবজীর অভেদ্য লৌহবর্ম্মে তাহার কোন ফল দর্শিল না; এইরূপ কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর অফ্‌জুল্ খাঁ বেষ্টনকারি সৈন্যদলদ্বারা আক্রান্ত হইয়া বিদীর্ণ-কলেবরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

বাদশাহ এই সকল উপদ্রব নিবারণার্থ শাইস্তা খাঁকে দক্ষিণরাজ্যের অধিপতি করিয়া শিবজীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণে নিযুক্ত করেন। শাইস্তা খাঁ ঔরঙ্গাবাদ হইতে প্রথমে অহম্মদ্ নগরে পরে তথা হইতে পূনাভিমুখে যাত্রা করিয়া পূনা অধিকার করণ-পূর্ব্বক তৎসন্নিহিত দেশ সকল জয় করেন। পরন্তু তিনি স্বকার্য্য সাধনে সুসিদ্ধ হইতে পারেন নাই, বরং পরাভূত হইয়া তাঁহার ন্যূনাধিক নয় শত সৈন্য রণশায়ী হয়। বাদশাহ অকস্মাৎ এই পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া বিস্মিত হইলেন; এবং অবিলম্বেই যোধপুরের রাজা

যশোবন্ত সিংহকে শাইস্তা খাঁর সাহায্যে প্রেরণ করিলেন। যশোবন্ত উপস্থিত হইতে না হইতেই দুর্দ্দান্ত নিত্যজী ঔরঙ্গাবাদ অহমদ্‌-নগর এবং তৎসমীপস্থ দেশ সকল একেবারে ভস্মাবশেষ করিয়াছিল। অনন্তর তথায় উপস্থিত হইয়াই যশোবন্ত তাহার পথ প্রতিরোধার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, তাহাতে নিত্যজীর অনেক লোক বিনষ্ট হয়, এবং তিনি স্বয়ং ও আঘাতী হইয়া পলায়ন-পরায়ণ হইয়াছিলেন।

তৎকালে শাইস্তা খাঁ পূনানগরে দাদাজী কোণদেও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এক সুরম্য ভবনে বাস করিতেন। শিবজীকে নিকটস্থ জানিয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত তথায় এরূপ ঘোষণা প্রচার করেন যে কোন সশস্ত্র মহারাষ্ট্রীয় তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে পূনানগরে প্রবেশ করিতে পারিবেক না; এবং বাদশাহের অধীন ব্যতীত অন্য কোন মহারাষ্ট্রীয় অশ্বারোহীকে সৈন্যদলে নিযুক্ত করা যাইবেক না। তাঁহার এই সমুদায় সদুপায় পরে নিষ্ফল হয়। শিবজী অতি গুপ্তভাবে মোগলাধীন এক জন মহারাষ্ট্রীয় পদাতির সহায়তা অবলম্বন করিয়া দ্বিযামা রজনীযোগে পূনা প্রবেশ পূর্ব্বক শাইস্তা খাঁর ভবনে উত্তীর্ণ হন; তথায় তৎপুত্র আবুলফতে খাঁ এবং তাহার প্রহরী কয়েকজনকে সংহার করিয়া সিংহগড়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। এবম্প্রকার আরো দুই একবার পরাভব জন্য শাইস্তা খাঁ হতাশ হইয়া বিপদ ও দুঃখ কূপে নিমগ্ন হইলেন। অপর যশোবন্তের সহিত তাঁহার মনের অকৌশল ঘটিয়াছিল। অওরঙ্গজেব কাশ্মীররাজ্যে যাত্রা করিবার সময় তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন, এবং তাহাদের উভয়কেই স্বসমীপে আহ্বান করিয়া যুবরাজ সুলতান মম্মজমকে দক্ষিণ রাজ্যের অধিপতি করিলেন। কিছুদিন পরে শাইস্তা খাঁ এবং তৎসহকারী যশোবন্ত উভয়েই পুনরায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদে নিযুক্ত হন।

শিবজী কখন মনোগত ভাব প্রকাশ করিতেন না; বরং মিথ্যাজালে আবৃত করিয়া গোপনে গোপনে কার্য্য সিদ্ধি করিতেন। তিনি মনে মনে সুরাটরাজ্য জয় করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ব্যক্ত না করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী একদল পোর্ত্তুগীস সৈন্য আক্রমণ করিব বলিয়া সৈন্য সংগ্রহ-পূর্ব্বক রাত্রিযোগে দেবার্চ্চনার ছল করিয়া এক মন্দির মধ্যে প্রবেশ করেন। পরে তাবৎ লোক নিদ্রাভিভূত হইলে তিনি নির্ব্বিঘ্নে চারি সহস্র অশ্ব-সমভিব্যা-

হারে সুরাটরাজ্য আক্রমণপূর্ব্বক অল্পকালমধ্যে লুট করিয়া বিপুল ধনসঞ্চয় করেন। সুরাটরাজ্য হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর তাঁহার পিতা শাহজীর পরলোক-বার্ত্তা প্রচারিত হয়। তিনি তৎকালে তানজোর ও অন্যান্য প্রদেশের কর্ম্মাধ্যক্ষ ছিলেন। পিতৃ-সংকারের পর সিংহাসনারূঢ় হইয়া শিবজী স্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করেন।

বর্ষার প্রারম্ভেই শিবজী পলকর অসামান্য জয়লাভ করিয়া দিগ্দিগন্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। শিবজীর রণপোতস্থ নাবিকেরাও মক্কাতীর্থ গমনোন্মুখ কএক খান মোগলদিগের অর্ণবযান ধৃত করিয়া বলপূর্ব্বক অনেক ধন অপহরণ করিয়াছিল; এবং শিবজীও অহমদ্-নগর অওরঙ্গাবাদ ও আর আর দেশ সকল জয় করিয়া দক্ষিণ-রাজ্যস্থ বাঙ্গালোর গোয়া এবং গোকর্ণ প্রভৃতি স্থান পর্য্যন্ত বাহুবল বিস্তার করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার প্রভুত্ব ও প্রতাপের আর ইয়ত্তা রহিল না। কিন্তু ভাগ্য কখন চিরায়ত্ত থাকে না। শিবজী পোতারোহণে রাজগড়ে আসিবার সময় প্রতিকূল-বায়ু-নিবন্ধন বিলক্ষণ কষ্ট পাইয়াছিলেন; এবং জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়াই জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ নামক বিখ্যাত দুই জন বিপক্ষ সেনানীকর্তৃক আক্রান্ত হইলেন।

অওরঙ্গজেব যে এতকাল সুস্থির হইয়া রহিয়াছিলেন ইহাই অতি আশ্চর্য্য বলিতে হইবেক। পরন্তু এ বিষয়ে তাঁহার নিতান্ত দোষ দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিপন্নাবস্থা, অন্যায়লব্ধ রাজ্যজন্য ভয়, এবং সংশয়াপন্ন চিত্ত—এই সকল কারণ-বশতঃ তিনি শিবজীর অশান্ত প্রকৃতিকে প্রশ্রয় দিয়াছিলেন। সে যাহা হউক শিবজীর রাজা উপাধি প্রচারে, ও স্ব নামে মুদ্রা প্রচলিত এবং সুরাটরাজ্য উচ্ছেদকরণে, যত না ক্রোধের সঞ্চার হউক, মক্কাতীর্থ-যাত্রিদিগের ধনাপহরণ এবং তাহাদিগের উপর বিবিধ প্রকার অত্যাচার জন্য তাঁহার তদধিক কোপ জন্মিয়াছিল। জাতিধর্ম্ম রক্ষা করা আস্তিকের এক প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই বিবেচনায় অওরঙ্গজেব শিবজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করণে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেন।

জয়সিংহ এবং দেলের খাঁ পূর্ব্বে অওরঙ্গজেবের একরূপ বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন এজন্য বাদসাহ তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন না।

কিন্তু শিবজীর ক্ষমতাকে সংযত করণে যে তাহারা সম্যক্ সমর্থ হইবেক তাহা তাঁহার স্থির সিদ্ধান্ত ছিল। পরে যদি কোন গোল উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় জয়সিংহ সমরযাত্রা করিলে পর তিনি তৎপুত্র রামসিংহকে রাজ্যমধ্যে পিতৃপ্রতিভূস্বরূপ অবস্থিতি করিতে আদেশ করেন। শিবজী এবিষয়ের বাষ্পও জানিতেন না। জয়সিংহ বৈশাখ-মাসের প্রথমেই পুনা-দেশে উপস্থিত হইয়া পুরন্দরপুর বেষ্টনপূর্ব্বক দেলের খাঁকে তথায় রাখিয়া স্বয়ং সিংহগড় আক্রমণ করিয়া রাজগড় পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। শিবজী সমুদ্রকূল হইতে প্রত্যাগত হইয়া জয়সিংহের আগমন-বার্ত্তা শুনিতে পাইলেন, এবং অবিলম্বেই রাজগড়ে উপস্থিত হইয়া তাহার প্রধান প্রধান মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিতে লাগিলেন। প্রত্যুত জয়সিংহের যেরূপ যশঃ প্রভাব ও সৈন্যবল তাহাতে এবম্ভূত আকস্মিক দুর্ঘটনা জন্য শিবজী ও তৎপরামর্শিবর্গের অন্তঃকরণে যে অসামান্য ভয় ও চিন্তার আবির্ভাব হইবে, সন্দেহ কি? শিবজীর এতাদৃশ চিত্তবৈকল্যের আর এক প্রধান কারণ ছিল। প্রবাদ আছে যে এক রজনীযোগে তিনি স্বপ্নাবস্থায় ভগবতী ভবানী দেবীকর্ত্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হয়েন যে জয়সিংহের হস্তে তাঁহার কোন অব্যাহতি নাই। তদবধিই তিনি একপ্রকার হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু শিবজী ও তাঁহার অনুচরগণ যত ভীত হউক না কেন, পুরন্দরপুরের দুর্গস্থ সৈন্যব্যূহের সেরূপ ভয়সঞ্চার হয় নাই। তত্রত্য সেনাধ্যক্ষ বাজীপ্রভু সমধিক মাওলী সৈন্য দ্বারা দুর্গ সংরক্ষিত করিয়াছিলেন। দেলের খাঁ মৃত্তিকা খনন করত সুরঙ্গদ্বারা দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইবার জন্য অনেক চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কোন ক্রমেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বর্ষাতিপাতের সময় উপস্থিত হওয়াতে তিনি স্বগণসহ প্রস্থান করেন। শিবজী বিপদকালে অতিশয় নম্রতা প্রকাশ করিতেন। এইক্ষণে তিনি পূর্ব্বতন কৌশল অবলম্বন করিয়া কিরূপে মোগলাধিপের মনোরঞ্জন করিবেন, তাহারই উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। এই কল্পনায় তিনি রঘুনাথপন্থকে জয়সিংহের নিকট প্রেরণ-পূর্ব্বক সন্ধিসূচক কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তাহাতে জয়সিংহ ব্যক্ত করেন যে শিবজীর প্রবঞ্চনা ও মিথ্যাকথনকল্পে কোন বিশেষ প্রমাণ প্রদর্শিত না হইলে তাহার প্রস্তাবিত কোন বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হইতে পারে না। ইত্যবসরে শিবজী

রাজগড়হইতে প্রতাপগড় তথা জাওলীতে স্থানান্তরিত হইয়া পরে অল্প দলবল সহিত ভূধর পার হইয়া একেবারে জয়সিংহের শিবিরে উপস্থিত হইলেন। বিজয়সিংহ শিবজীর সহিত সমাদর-পূর্ব্বক সম্ভাষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পর স্বশিবিরের অবিদূরে তাঁহার বাসস্থান সংস্থাপিত করিলেন। পরদিবস শিবজী দেলের খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নানা কাতারোক্তি এবং বিনতি-গর্ভ বচনে তাঁহার কোপ শান্ত করিয়া সন্ধি করিবার দিবস ও স্থল ধার্য্য করিলেন।

ইহাতে কিয়ৎকাল যুদ্ধের বিরাম হইল, এবং সন্ধির নিয়মানুসারে শিবজী ন্যূনাধিক ৩২ টা দুর্গ এবং সিংহগড় পুরন্দরপুর প্রভৃতি অধিকৃত নানা দেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রায় নিস্বঃ হইয়া পড়িলেন। অবশিষ্ট যাহা কিছু ছিল তৎসমুদায়ই বাদশাহের শাসনাধীন হইল। অপর তিনি কেবল রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন, এমত নহে, তাঁহাকে বাদশাহের একপ্রকার অনুচর্য্য করিতে হইয়াছিল, এমন কি বিজয়পুরাধিপতি আলী অদল শাহের সহিত যে এক সংগ্রাম উপস্থিত হয়, তাহাতে শিবজী নিত্যজী পলকর প্রভৃতি কতিপয় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধা বাদশাহের পক্ষে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে শিবজী এক জন পদাতিক সৈন্যের ন্যায় যুদ্ধ করিয়া বিশেষ সাহস ও বল প্রকাশ করেন। অওরঙ্গজেব তাঁহার চরিত্রের সাধুবাদ করিয়া তাঁহাকে এক পত্র লেখেন ও তাঁহার সম্ভ্রম-রক্ষার্থে পুরস্কার করিবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করিয়া তাঁহাকে সমুচিত খেলাত প্রদানের অভিপ্রায়ে রাজসভায় নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। সহবাস-সূত্রে শিবজী ও জয়সিংহের বিশেষ প্রণয়-সম্বন্ধ হইয়াছিল, অতএব জয়সিংহের পরামর্শে এবং ভরসাতে শিবজী দিল্লী-সন্দর্শনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন, এবং আপন গমন-বার্ত্তা প্রচার করিবার ছল করিয়া কেবল বাদশাহের চরিত্র এবং কার্য্যসকল জ্ঞাত হইবার জন্য রঘুনাথপন্থকে পূর্ব্বে তথায় প্রেরণ করিলেন। পরে আপন প্রধান প্রধান সেনানীবর্গকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া এবং রাজ্যশাসন করিবার রীতি ও পদ্ধতির শিক্ষা প্রদান করিয়া স্বীয় পুত্র শম্ভুজী সমভিব্যাহারে তিনি ইংরাজী ১৬৬৬ সালে মার্চ মাসে পাঁচ শত অশ্ব এবং এক শত মাওবালি সৈন্যের সহিত দিল্লীতে যাত্রা করিলেন। তত্রত্য একস্থানে উত্তীর্ণ হইলে পর জয়সিংহের পুত্র রামসিংহ এবং আর এক জন

সামান্য রাজকর্ম্মচারী বাদশাহের আদেশে তাঁহার আহ্বানার্থে প্রেরিত হয়। শিবজী এই অবজ্ঞাসূচক ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হইলেন, কিন্তু তাহা প্রকাশ করেন নাই। পরে রীতিমত উপঢৌকন প্রদানানন্তর বাদশাহের সাক্ষাৎকারার্থে উপস্থিত হইলে অপর সাধারণ লোকের সহিত তাঁহার বসিবার স্থান নিরূপিত হওয়াতে, তিনি এরূপ অবমাননা অসহ্য বোধে পার্শ্ববর্ত্তী জনসমূহদ্বারা আপন অভিপ্রায় বাদশাহের কর্ণগোচর করেন; তাহাতে বাদশাহ ক্রুদ্ধ হইয়া সভাভঙ্গের পর প্রচার করেন যে শিবজী আর রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে না পারেন। তৎশ্রবণে শিবজী শঙ্কিত হইয়া রঘুনাথ-পন্থকে বাদশাহের নিকট প্রেরণ-পূর্ব্বক তাঁহার দিল্লী আগমনের কারণ তথা পূর্ব্বোক্ত কৃতোপকার জন্য অঙ্গীকৃত পুরস্কারাদির বিষয় উল্লেখ করেন, এবং তত্রত্য জল, বায়ু তাঁহার শারীরিক সুস্থতা-পক্ষের নিতান্ত অপকারক বলিয়া স্বদেশ প্রতিগমনের নিমিত্তও অনুমতি প্রার্থনা করেন। অওরঙ্গজেব ইহাতে যথোচিত মনোযোগ প্রদান করেন নাই, বরং শিবজী পাছে অজ্ঞাতসারে পলায়ন করেন এই আশঙ্কায় তদ্রক্ষার্থে প্রহরী নিযুক্ত করেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অনুচর ও ভৃত্যগণকে বিদায় দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করিয়া রাখেন। ফলতঃ ইহাতে শিবজীর মঙ্গলই হইয়াছিল, যেহেতুক স্বজনগণ দ্বারা জড়ীভূত না হইয়া এক প্রকার স্বাধীনতা লাভ পূর্ব্বক শিবজী নিঃশঙ্কে আত্মরক্ষার সদুপায় ও কৌশল চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে রাজ্যস্থ ভদ্র লোকদিগের বাটীতে গমনাগমন করিতেন এবং তাহাদিগকে উপঢৌকন প্রদান-দ্বারা আপন পক্ষে আনিবার চেষ্টা পাইতেন। এবম্প্রকারে দেশীয় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত বিশেষ প্রণয় হইলে তিনি একদিবস পীড়ার ছল করিয়া চিকিৎসকের অনুসন্ধান করেন, এবং ঔষধাদি সেবনদ্বারা শীঘ্রই মহাপীড়িত বলিয়া সর্ব্বত্র ব্যক্ত করেন। ঐ সময়ে এক এক ঝুড়ি করিয়া নানাবিধ মিষ্টান্ন দ্রব্য তাঁহার আত্মীয় লোকদিগের ভবনে প্রেরণ করিতেন, অথবা তত্রত্য মঠস্থ ফকীরদিগকে বিতরণ করিতেন। কিছুদিন অতীত হইলে পর এক দিন সন্ধ্যাকালে শিবজী পিতাপুত্রে উক্ত প্রকার দুইটা ঝুড়িতে উপবেশনপূর্ব্বক মিষ্টান্ন দ্রব্যাকার হইয়া দিল্লীর প্রান্তরস্থিত কোন গুপ্ত স্থানে নীত হইলে পর তথা হইতে এক সুসজ্জীকৃত অশ্বারোহণে মথুরায় উত্তীর্ণ হইয়া

তাহার কতকগুলি অনুচর ব্রাহ্মণ এবং পরম মিত্র তানাজী মালুশ্রের সহিত সাক্ষাৎ করেন। শম্ভুজী তৎকালে পূনাদেশে এক মাস বাস করিয়া শেষে দক্ষিণরাজ্যে সমাগত হন। শিবজীর পলায়নের সংবাদ পর দিবস বেলাতিক্রমে গোচর হইল, সুতরাং তৎকালে তাঁহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইয়াছিল। এইরূপে তিনি প্রচ্ছন্ন বেশে নয়মাস অতিবাহিত করিয়া পরিশেষে রাজগড়ে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অনুচর সকলে গোঁসাইরূপ ধারণ করিয়া নানা তীর্থ ও ধর্ম্মস্থান পর্য্যটন-পূর্ব্বক শেষে দক্ষিণ রাজ্যে প্রত্যাগত হইয়াছিল।

শ্রীরামনারায়ণ বিদ্যারত্ন বিরচিত।

নুর জহান।

নুর জহানের জীবন চরিত অনেক ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। ভারত বর্ষের কতিপয় প্রধান ঐতিহাসিক বিবরণ ইঁহার জীবনের সহিত অনুস্যূত রহিয়াছে। নুর জহান অজ্ঞাত ও অপরিচিত স্থানে জন্ম পরিগ্রহ করেন; দুঃখদারিদ্র্যে মর্ম্মাহত পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রথমে পরিত্যক্ত হইয়া অপরের সাহায্যে সজীব থাকেন, শেষে কালের নিয়তিবলে ও অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তনে ভারতের রাজ রাজেশ্বরী হইয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন।

খাজাআইয়াস নামে অতিপ্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব এক ব্যক্তি তাতার দেশের পশ্চিমখণ্ডে বাস করিতেন। তিনি যাদৃশ বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হইয়াছিলেন তাদৃশ ধন সম্পত্তির অধিস্বামী হইতে পারেন নাই। স্বীয় নির্ম্মল চরিত্র, দূরদর্শীতাও অনন্যাসাধারণ অভিজ্ঞতাই তাঁহার জীবনের একমাত্র সম্বল ছিল। খাজা আইয়াস আত্মবংশমর্য্যাদার অনুরূপ সৎকুলোদ্ভবা একটি রমণীর পাণিগ্রহণ করেন, এই রমণীর পিতাও খাজা আইয়াসের ন্যায় নির্ধন ছিলেন, সুতরাং দম্পতী শীঘ্রই নিদারুণ দৈন্য গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী কোন সংস্থান রহিল না; কোনও আশা কোনও তৃপ্তি তাঁহাদের ভাবি জীবনকে মধুময় ভাবে পরিপূর্ণ করিতে পারিল না এবং কোনও বিশ্বাস বা কোনও ধারণা

তাঁহাদের সম্মুখে নয়ন রঞ্জন দৃশ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইল না। আইয়াস আপনার দুর্গতি ও প্রিয়তমা প্রণয়িনীর দুরবস্থায় মর্ম্মাহত হইলেন, পূর্ব্বস্মৃতি তুষানলেরন্যায় অলক্ষ্যভাবে গতিপ্রসারিত করিয়া তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে লাগিল এবং বর্ত্তমান অবস্থা তাঁহার হৃদয়ে নিদারুণ ক্ষোভ ও অভিমান সঞ্চারিত করিয়া তাঁহাকে উন্মত্তপ্রায় করিয়া তুলিল। আইয়াস আর স্থির থাকিতে পারিলেননা স্বদেশে ও স্বগোষ্ঠীর মধ্যে আপনার জীবিকা সংস্থানের কোন ও উপায় না দেখিয়া তিনি স্থানান্তরে যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন. প্রিয়তম জন্মভূমির মায়া ও হৃদয়ঙ্গম সুহৃজ্জনের মমতা তাঁহাকে আর তাতার দেশে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া আইয়াস দুঃখিনী সহধর্ম্মিণীর সহিত আত্মীয় জনের অজ্ঞাতসারে হিন্দু স্থানে যাইতে সমুদ্যত হইলেন।

আইয়াস গৃহস্থিত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করিলেন; এই অর্থ ও একটী সামান্য অশ্ব লইয়া প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণীর সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পথি মধ্যে আসিয়া আইয়াস প্রণয়িনীকে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া আপনি তাহার পার্শ্বে পার্শ্বে চলিতে লাগিলেন। এই সময়ে আইয়াসের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন সুতরাং বহুদুর পর্য্যটন তাহার পক্ষে সাতিশয় কষ্টকর হইয়া উঠিল। এদিকে আইয়াসের সঙ্গে যে কিছু অর্থ ছিল অল্প দিনেই তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। এতন্নিবন্ধন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এক দিকে ভারতবর্ষ অপর দিকে তাতার দেশ এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী যে সুবিস্তৃত অরণ্যানী বর্ত্তমান থাকিয়া পান্থজনের ভীতি উৎপাদন করিতেছে আইয়াস প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত ভিক্ষা করিতে করিতে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। এই স্থান জনসমাগম শূন্য ছিল, চারিদিকে বিশাল তরু সমূহ, বিরাট পুরুষের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কিরণ অবরোধ পূর্ব্বক বিজন স্থান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিতেছিল; এদিকে শ্বাপদকুল এই ভীষণ অরণ্যকে ভীষণতর করিয়া তুলিতেছিল। আইয়াস সহধর্ম্মিণী সমভিব্যাহারে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ক্ষুৎপিপাসায় সাতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন, এই স্থানে তাঁহাদের দুরবস্থার অবধি রহিলনা। তাহারা আবাস গৃহের অভাবে

বৃক্ষতল আশ্রয় করিলেন এবং অন্নের অভাবে ফলমূল সংগ্রহ করিয়া উদর পূর্ত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে তাহারা সেই ভীষণ অরণ্যানী মধ্যে আশ্রয় শূন্য, সহায় শূন্য ও সম্পত্তি শূন্য হইয়া তিন দিন অতিবাহিত করিলেন। ইতিমধ্যে আইয়াসের পত্নীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হইল। ঈদৃশ দুঃসময়ে আইয়স পত্নীকে বেদনা কাতর দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, কিছুকাল বিলম্বে একটী কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। সেস্থানে এই সদ্যোজাত শিশুর শুশ্রূষার কোন উপায় ছিলনা। এদিকে প্রসবের পর আইয়সের পত্নী সাতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। অশ্বারোহণে গমন করা তাহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিল। সুতরাং শিশুটীকে সঙ্গে লইবার কোন উপায় লক্ষিত হইল না। আইয়স স্বদেশে নিদারুণ দৈন্যগ্রস্ত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছিলেন, স্বগোষ্ঠীর মধ্যে অম্লানায়িত হইয়া নীরবে ধীর ভাবে কর্ত্তব্যপক্ষে অগ্রসর হইয়া ছিলেন, পথিমধ্যে বনভূমির করাল মূর্ত্তির বিভীষিকার তাচ্ছীল্য দেখাইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু এক্ষণে স্থিরচিত্তে সদ্যোজাত তনয়ার কাতরতা ও প্রসবযাতনাতুর প্রণয়িনীর দুরবস্থা দেখিতে সমর্থ হইলেন না, প্রীতির পুত্তলী সন্ততিকে দুগ্ধের অভাবে, শুশ্রূষার অভাবে পীড়িতা দেখিয়া আইয়াসের নিদারুণ কষ্ট সমুপস্থিত হইল, যেন সিরায় সিরায় তীব্র বিষ জ্বালা সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল, আইয়াস আর এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিতে পারিলেন না, অবনত মস্তকে অনেকক্ষণ চিন্তা করিলেন, এবং অনেকক্ষণ চিন্তার পর হৃদয়রঞ্জন সন্তানটীকে এক তরুতলে পত্রাচ্ছাদিত রাখিয়া স্ত্রীর সহিত সজল নয়নে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু অনুপম অপত্যস্নেহ তাঁহাদের গমনের প্রধান অন্তরায় হইয়া উঠিল। আইয়াসের স্ত্রী তনয়ার অদর্শনে সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীর কাতরতা দর্শনে আইয়াস স্থির থাকিতে পারিলেন না। কন্যাকে আনিবারজন্য পুনর্ব্বার সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন। আইয়াস বৃক্ষের সমীপবর্ত্তী হইয়া দেখেন একটী করাল ভুজঙ্গ তনয়াকে বেষ্টন করিয়া দংশন করিতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই

ভীত ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন। ভুজঙ্গ আইয়াসের আগমনে সন্ত্রস্ত হইয়া বৃক্ষ কোটরে লুকাইত হইল। আইয়াস পত্রাচ্ছাদিত তনয়াকে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিয়োগ কাতরা পত্নীর হস্তে অর্পণ করিলেন।

এই সময়ে কতিপয় সার্থবাহ তথায় সমাগত হইল। আইয়াস ও তাঁহার স্ত্রীর দুরবস্থা দর্শনে ইহারা দয়ার্দ্র হইয়া খাদ্যসামগ্রী দ্বারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিল। আইয়াস স্ত্রীর সমভিব্যাহারে এইরূপে দয়াপরবশ বণিক্‌দিগের সাহায্যে নিরাপদে লাহোরে সমুপস্থিত হইলেন।

তদানীন্তন সময়ে মোগল শ্রেষ্ঠ আকবর সাহ দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। আসফ খাঁ নামে একজন মুসলমান শ্রেষ্ঠ তাঁহার দরবারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। আসফ খাঁর সহিত আইয়াসের কোন দূরতর সম্বন্ধ ছিল। এতন্নিবন্ধন আসফ খাঁ আইয়াসকে আপনার বাটীতে আনয়ন করিলেন, এবং তাঁহাকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আইয়াস যত্নপূর্ব্বক ও পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। ক্রমে কর্ত্তব্য সম্পাদনে তাঁহার নৈপুণ্য ও দক্ষতা পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ঘটনা ক্রমে এই বিষয় সম্রাটের কর্ণ গোচর হওয়াতে সম্রাট তাঁহাকে সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক করিলেন। ইহার পর তাঁহার বিশ্বাস্যতা ও কার্য্যদক্ষতা অধিকতর বিকসিত হওয়াতে আকবর তাঁহাকে এক্রামুদ্দৌল্লা উপাধি দিয়া প্রধান রাজ কোষাধ্যক্ষের পদ সমর্পণ করিলেন। নিয়তি নির্দ্দিষ্ট দশা-বিপর্য্যয় উল্লঙ্ঘন করিবার কাহার ও সাধ্য নাই। নিবিড় নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে আশ্রয়ের অভাবে আহার্য্যের অভাবে যে আইয়াসের প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা হইয়াছিল, সেই আইয়াস এক্ষণে ভারতবর্ষের মধ্যে একজন ধন-মান-সম্পন্ন প্রধান রাজপুরুষ হইয়া উঠিলেন।

অরণ্য মধ্যে আইয়াসের যে কন্যা ভূমিষ্ঠ হয়, আইয়াস তাঁহার আমীরুন্নেসা (স্ত্রীজাতির প্রধানা) নাম রাখিলেন। ক্রমে আমীরুন্নেশা অসামান্য রূপলাবণ্যবতী হইয়া উঠিল। আইয়াস কন্যাকে যত্ন পূর্ব্বক নানা বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন; পিতৃদত্ত শিক্ষায় আমীরুন্নেসা শিল্প সাহিত্য ও নৃত্যাদিতে অদ্বিতীয়া বলিয়া প্রসিদ্ধা হইল।

আমীরুন্নেশা বিবাহ যোগ্য বয়সে পদার্পণ করিলে তাঁহার পিতা শের আফগান নামক একজন মুসলমান শ্রেষ্ঠের সহিত সম্বন্ধ স্থির করেন। ইতি-

মধ্যে যুবরাজ সেলিম আইয়াসের কন্যার রূপ লাবণ্য ও গুণগৌরবের বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তিনি একদা পিতার নিকট স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলেন। কিন্তু আকবর অনুদার প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি বাগ্‌দত্তা কন্যাকে অপরের সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। সেলিমের প্রার্থনা সিদ্ধ হইল না। পিতার নিকট অপদস্থ ও হতাশ হইয়া তাঁহাকে প্রস্থান করিতে হইল।

অবিলম্বে শের আফগানের সহিত আমীরুন্নেশার উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু ইহাতে সেলিমের অনুরাগ বিলীন হইল না। সের আফগান ইহা অবগত হইয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন। আর তাঁহার আগরা নগরে আসিবার ইচ্ছা হইল না। তিনি নবপরিণীতা পত্নীর সহিত বাঙ্গালায় আসি-লেন। এই স্থানের সুবাদার তাঁহাকে সম্মান ও আদর সহকারে গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধমান চাকলার কর্ত্তৃত্ব সমর্পণ করিলেন।

কালের অভাবনীয় পরাক্রমে আকবর সাহের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হইল। সেলিম "জাহাঙ্গীর" উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে সমাসীন হইলেন। এতদিন পিতৃশাসনে থাকাতে জাহাঙ্গীর মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিবার সুযোগ পান নাই। এক্ষণে স্বয়ং রাজ্যেশ্বর হইয়া অভীষ্ট ফললাভ করিতে সমুদ্যত হইলেন। যে অনুরাগ বহ্নি তাঁহার হৃদয়ের প্রতিস্তরে সম্প্রসারিত হইয়াছিল, তাহা পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। জাহাঙ্গীর সের আফগানের সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ধূমায়মান বহ্নি প্রজ্জলিত হইবার সূত্রপাত হইল।

শের আফগান অতুল বল বীর্য্যের জন্য সাতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিও সরল ও কোমল ছিল; এজন্য সকলেই তাঁহার প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করিত এবং প্রশংসাবাদে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিত। সের অতি ভদ্র বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘকাল পারস্য দেশের তৃতীয় রাজা সাহ ইসমা-ইলের নিকট খ্যাতি ও প্রতিপত্তির সহিত কর্ম্ম করিয়া লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হন। তাঁহার পূর্ব্ব নাম আস্তাজিলো ছিল। একদা স্বহস্তে একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে বধ করাতে সের আফগান্-নাম গ্রহণকরেন। আস্তাজিলো ভারতবর্ষে এই শেষোক্ত নামেই পরিচিত ছিলেন। আকবরের সময়ে তিনি অদ্ভুত বিক্রম ও সমর নৈপুণ্য